বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

ম ঃ

মউতি — মৌৎ দ্রঃ।

মওকা — মোকা দ্রঃ।

মওলা — মৌলা দ্রঃ।

মওলানা— মৌলানা দ্রঃ।

মক্কল, মক্কেল — (বিচারের) আশ্রয়প্রার্থী। আ. মু'অক্কল্। তুঃ রবীন্দ্র, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ ঃ এই উকিলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী।

মক্কা — মোকা দ্রঃ।

মক্কা — আরব-অন্তর্গত পবিত্র মক্কা শহর ; কোন পবিত্র স্থান। আ. মক্কহ্। তুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ তখনকার দিনের পুরী যাওয়া ছিল যেন মুসলমানের মক্কা যাওয়া। পুঃ বা. প্রবাদ ঃ আগে সামলা ধাক্কা, পরে যাবি মক্কা।

মক্কেল — মক্কল দ্রঃ।

মক্তব —(মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাথমিক) বিদ্যালয়। আ, মক্তব। তুঃ বিপ্রদাস, মনসা বিজয় ঃ

শিখায়ে নামাজ অজু সদাই মক্তবে রুজু
নিরন্তর খলিপা জোগান।

মকদ্দমা—মকর্দমা দ্রঃ।

মক্‌বরা—কবরস্থান, পীঠস্থান। আ. মকবরহ। তুঃ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশ পত্রিকা (৫ই চৈত্র, ১৩৬৬) ঃ কলকাতা থেকে রাতের প্লেনটা

যখন দিল্লিতে আসে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় নিজামুদ্দিনের আকাশচুম্বী মকবরা দেখলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

মক্‌বুল, মোক্‌বুল — স্বীকৃত, গৃহীত। আ. মক্‌বূল। তুঃ আমীর হামজা ঃ

আল্লার মক্‌বুল শাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥

পুঃ লালন গীতিকা ঃ

চিরদিন সেহি যে ফুল, দীনতুনিয়ার মোক্‌বুল,
যাতে পয়দা দীনের রছুল, মালেক সাঁই যার পৌরুষ গায়।

মক্‌মল, মখ্‌মল — রেশমী বস্ত্র বিশেষ Velvet. -ই— রেশমী বস্ত্রে তৈয়ারী, সুকোমল। ফা. মখ্‌মল, –ই। তুঃ সুরধুনী কাব্য ঃ সমাদরে শিল্পবিদ্যা করিয়া অভ্যাস। সুকোমল মকমলে করিনু প্রকাশ॥ পুঃ চাচাকাহিনী ঃ সে কি রকম মখমলের হাত জানেন? অথবা, মা. গাঙ্গুলি, ধর্মমঙ্গল ঃ শিরে রণটোপ সুচেলী গায়। খাসা মখমলী পাদুকা পায়॥

মকর — প্রতারণা, বঞ্চনা। আ. মকর্। তুঃ লালন-গীতিকাঃ কে পারে সে মকর-উল্লার মকর বুঝিতে। আহাদে আহামদ নাম হয় জগতে॥

মকর্দমা, মোকদ্দমা, মকদ্দমা — বিচার কার্য, বিবাদ-নিষ্পত্তি। আ. মুকদ্দমহ। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ঃ মকদ্দমা করা কেতাবি লোকের কাজ নয়। অথবা, শরৎ, ষোড়শী ঃ টাকা যার মকদ্দমা তার। পুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ মোকর্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকর্দমা করে।

মক্‌ররি, মোকররি, মুকরর — নিযুক্ত, নির্দিষ্ট। আ. মকর্‌র। তুঃ আ. ঘ. ছুলাল ঃ ইংরেজী ১৭৯৮ সালে স্যার জন রিচার্ডসন প্রভৃতি জস্‌টিস্ অব্ পিস্ মোকরর নিযুক্ত হইলেন। পুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টি কর্মে মকরর হন।

মক্‌শ, মক্স — নকল, অভ্যাস, পুনরাবৃত্তি। আ. মশ্‌ক্। তুঃ শরৎচন্দ্র (শরৎ-পরিচয় (ঃ আমার চাইতে কেউ মক্‌শো করেনি তাঁর লেখা। পুঃ বিষবৃক্ষ ঃ ততদিন আমি বসে বসে কুন্দকে উঠ্ বস্ করান মক্‌শ করাই।

মকান, মকাম, মোকাম — বাসস্থান, গৃহ। আ. মকাম্ — স্থান ; বা মুকান্ — বাসগৃহ। তুঃ রূপরাম, ধর্মমঙ্গল : মোকাম করিয়া পাত্র থাকে নদীতড়ে। চারি ক্রোশ জুড়িয়া নস্কর তম্বু পড়ে॥

মকুব, মোকুব, মহকুফ — নিষ্কৃতি, বরখাস্ত, অব্যাহতি। আ. মৌক্‌ফ্। তুঃ অপসরণ ঃ কিন্তু তোমার মুনাফা তো তুমি মকুব করবে না। অথবা, সা. বি. গোলাম ঃ প্রজাদের নালিশ শুনা, তাদের খাজনা মকুব করা, এমন কত কাজ তাঁকে করতে হতো। পুঃ চি. প. স. চিত্র : ··· মহকুব রাখা আদালতের ইনসাব হতে দূর। বা, রবীন্দ্র, কর্মফল ঃ প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কড়া গণ্ডায় আদায় করে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহকুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্মফলের দেনা শুধতে শুধতে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে যেত।

মখ্‌দম, মখতুম — প্রভু, কর্তা। আ. মখ্‌দূম্। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

যত শিশু মুছলমান, তুলিল দলিজ খান,
মখদম পড়ান পড়না।

মখ্‌মল — মক্‌মল দ্রঃ।

মগ — বৃক্ষ, বৃক্ষশাখা, শাখার অগ্রভাগ। ফা. মগ্—বৃক্ষ। তুঃ প্র. কু. মুখোপাধ্যায়, প্রণয়-পরিণাম ঃ কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের মগডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাসুদ্ধ পাখীর বাসা পাড়িয়া দিয়াছে।

মগজ — মস্তিষ্ক, মজ্জা, বুদ্ধি। আ. মঘ্‌জ্। তুঃ অপসরণ ঃ তার মগজ যতোদিন আছে, তার কাগজ চুরি গেলেও সর্বনাশ হয়নি। পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ

কিবা কহে হিজিবিজি কত বুঝি নাও বুঝি
বিষম মগজ সদা টেড়া।

মগর — কিন্তু, তথাপি। ফা. মগর্। তুঃ তোহফা ঃ মগর চারি মাত্র ওলি ধিক হএ। আর কোন ফিরিস্তা ওলির সম নএ॥

মগরিব, মগরেব — সূর্যাস্ত, পশ্চিম দিক্। তুঃ তোহফা ঃ লাইলাতুল গায়েব সে রাত্রির নাম। মগরিব শেষে কর নামাজ তমাম॥

মঘ — বোকা, বর্মী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ফা· মুঘ্ — ইরানীয় অগ্নি-উপাসক। তুঃ আহমদ শরীফ, তোহফা (ভূমিকা) ঃ ফলে মঘে-মুসলমানে এক অকৃত্রিম হৃদ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং মঘ-মুসলমানে ভেদাভেদ রহিত হয়।

মছনদ — মসনদ দ্রঃ।

মছলন্দ — মসলন্দ দ্রঃ।

মজকুর, মজুকুর — উল্লিখিত, বর্ণিত। আ· মধ্কূর্। তুঃ হু· প্যাঁ· নক্শা ঃ কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী৺ সভার দলের অনুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহার ব্যাভার চলিত নাই। পুঃ নীলদর্পণ ঃ প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজুকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল।

মজহুর — মজুর দ্রঃ।

মজনু — পাগল, প্রেমোন্মত্ত। আ· মজ্নূন্। তুঃ রিক্তের বেদন ঃ একনিষ্ঠ প্রেমে মানুষকে এতটা আত্মহারা যদি না করে ফেলত তবে কায়েস মজনু হয়ে লায়লীর জন্য এমন করে বনে পাহাড়ে ছুটে বেড়াত না, ফরহাদের ও রকম পরিণাম হত না।

মজবুৎ,-দ — শক্ত, দৃঢ়, পটু। আ· মজ্বুত্। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ আইল নিষট্ট যেন যমদূত। অজয় বিজয় আদি যুদ্ধে মজবুত॥ পুঃ বিজয় গুপ্ত, মনসা মঙ্গল ঃ অতি বড় মজবুত পাকা চুল দাঁড়ি। পরিধান ভাঙ্গা ইজার ফেরে বাড়ী বাড়ী॥ অথবা, দেবী চৌধুরাণী ঃ ব্রজেশ্বরের এক ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর খুব মজবুত। আবার, বা· প্রবাদ ঃ আহার করবে ঘি দুধ, তবে হবে মজবুত।

মজরা — মজুরা দ্রঃ।

মজলিশ, -স — সমিতি, মিলনকেন্দ্র। -ই — সামাজিক, মিশুক। আ· মজ্লিশ্, -ঈ। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ বাবুরাম বাবু ভারি মজলিস করিয়া

বসিয়া আছেন। পুঃ শেষপ্রশ্ন ঃ আশুবাবু মজলিশি লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজলিশে আর যোগ দিতে পারেন না।

মজলুম — অত্যাচারিত, উৎপীড়িত। আ. মজ্‌লুম্‌। তুঃ তোহফা ঃ জালিমের যত পুণ্য মজলুমে পাইব। কেবল রোজার পুণ্য নিতে না পারিব ॥

মজহব, মজহাব — ধর্ম। -ই — ধর্ম সম্বন্ধীয়। তুঃ কা. আ. মান্নান ঃ বিশেষ করে হানাফী সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে তিনি মজহবী বহস করে মশ্‌হুর হয়েছিলেন।

মজা — হাসিতামাসা, কৌতুক। আ. মজাঃহ, মজাঃহৎ। তুঃ গোবিন্দদাস, বিদ্যাসুন্দর ঃ

কেহো বলে কোথায় যাব কি করিবে রাজা।
কেহ বলে ঘরে বসি সবে করে মজা ॥

মজা — মোজা দ্রঃ।

মজা — স্বাদ, আনন্দ। ফা, মজ.হ। -দার — আনন্দদায়ক। দার দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ, দুলাল ঃ আমরা এখানে রং চাই, মজা চাই, আয়েশ চাই। পুঃ সধবার একাদশী ঃ বড় মজাদার রাইম হয়েছে।

মজাহিম. মোজাহেম — কঠোর বিঘ্ন। আ. মুজ.াহিঃম্‌ - প্রতিবন্ধক। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ ইহাতে কেহ বেজার মজাহিম হয় থানাতে খবর দিবে।

মজিদ — মসজিদ দ্রঃ।

মজুকুর — মজকুর দ্রঃ।

মজুৎ, - দ — সঞ্চিত, প্রস্তুত, বিদ্যমান। আ. মৌজূদ্‌ - স্থিতি, বিদ্যমানতা - আৎ — সঞ্চিত দ্রব্যাদি। আ. - আৎ — বহুবচনের চিহ্ন। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিযুত। অষ্ট আশী কোটি রাজা দ্বারেতে মজুত। পুঃ মঙ্গলচণ্ডীর গীতঃ তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুতে আন কড়ি। রজু দিয়া পাঠাইব গুআ পাইবা বাড়ী ॥ অথবা, বা. প্রবাদ ঃ কয় শুভঙ্কর মজুদ গোণ। আবার, মনসা বিজয় ঃ

সোয়ার পেয়াদা কত মজুদাত শত শত
সদা পাঁচ হাতিয়ার ধরে।

মজুন্দার, মজুমদার, — উপাধি বিশেষ, খাজনা আদায়কারী, নগরপাল। আ. মজ্‌ম'অ — আদায় কার্য ; দার ঃ দার দ্রঃ। মৌজা দ্র ঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ

বাদশার আজ্ঞা পায়, নাজির সত্বরে ধায়,
মজুন্দার কয়েদ করিল।

পুঃ চৈ. চরিতামৃত, অন্ত্য ঃ হিরণ্য গোবর্ধন দুই মুলুকের মজুমদার। তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর।

মজুর, মজদুর — শ্রমজীবী। ফা. মজ.দূর্। -ই — বেতন, জীবিকা। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ আমরা নিজে দুঃখী প্রাণী লোক, মজুরি করে এনে দিনপাত করি।

মজুরা — গায়কবৃত্তি, বৃত্তি, সম্মানপ্রদর্শন। আ. মুজ্‌রা। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ বর্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের দু আঁখর পাঠ, কীর্তন অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ খড়োপোষ জাহার যে ছিল তাহা মজুরা দিয়া নালবন্ধীর বন্দোবস্ত করিল।

মঞ্জিল — প্রাসাদ, বাসস্থান। আ. মন্‌জি.ল্ — যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

মঞ্জুর — স্বীকার, স্বীকৃত, রাজী। আ. মন্‌জু.র্। তুঃ অপসরণ ঃ মিসেস তালুকদার মঞ্জুর করলেন। পুঃ বলরাম দাস, পদাবলী ঃ পার করিলে মঞ্জুরি পাইবে ওপারে য়েস না থুঞা। একথা কহিঞা হাসিতে হাসিতে নাএতে চাপিলা জেঞা॥

মএজ্জম— মুতরজ্জম দ্রঃ।

মতলব —উদ্দেশ্য, ইচ্ছা। আ. মত্‌লব্। -বাজ — উদ্দেশ্য পোষণকারী, চালক ঃ বাজ দ্রঃ। -ই — স্বার্থপর, আশাবাদী। তুঃ শ্রীরা, কথামৃত, ১ম ঃ হৃদয় যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্চে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হল। পুঃ রবীন্দ্র, ডিটেকটিভ ঃ কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড় মতলবী লোক যে আমাদের বাংলা দেশে

জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অথবা, সিরাজদ্দৌলা ঃ আমার কি বাঙ্গালা দেশে জন্ম নয়, আমি কি মতলববাজ নই ?

মতাহিদ, মতাহিয়া — চুক্তিবদ্ধ। আ. মুৎ'অহিদ্। তুঃ সীতারাম ঃ গঙ্গারামের সৌভাগ্যক্রমে বন্দে আলির ভগিনী এক্ষণে তোরাব খাঁর একজন মতাহিয়া বেগম।

মতুয়ালি, মাতোয়ালী — (মুসলিম) দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। আ. মুতবল্লী। তুঃ বৃহৎ বঙ্গ, ১ম ঃ যেহেতু এই পুস্তক সেই মসজিদের বৃত্তি সম্বন্ধে একটি প্রধান দলিল, তাই মসজিদের মাতোয়াল্লিরা ইহা যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।

মদৎ, মদদ — সাহায্য। আ. মদদ্। -মাস — নিষ্কর দাতব্য সম্পত্তি ঃ মাস দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ আপদ পড়লে হাজারো সুরতে মদৎ মিলবে। পুঃ মো. খাতের, জহুরা নামা ঃ পড়েছি বিপদে বড় হও মেহেরবান। মদদ ভেজিয়া কর মুস্কিল আছান ॥ অথবা, হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ মদতওয়ালা ধার দেওয়া বন্ধ করেছে।

মদ্দ — মরদ দ্রঃ।

মনক্কা — শুষ্ক আঙ্গুর। আ. মুনক্কা। তুঃ ব্যথার দান ঃ একটি কাঁচা মনক্কার থোকা ছিঁড়ে নিয়ে অদূরের কেয়া ঝোপের বুলবুলিটির দিকে ছুড়ে দিলুম।

মন্‌নি — দুষ্ট প্রভাব, কুদৃষ্টি। আ. মন্‌হী — নিষিদ্ধ। তুঃ মহানিশা ঃ মা বলে, ও'তে আমার মন্নি লাগবে।

মনসব — উচ্চপদ, সম্মান। আ. মন্‌সব্। -দার — সৈন্য বিভাগের একটি উচ্চপদ বিশেষ। দার দ্রঃ। তুঃ চৈ, চরিতামৃত, মধ্য ঃ দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসব কৈল। ছিদ্র পাঞা রায় তাঁরে চাবুক মারিল। পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ ফরমানী মহারাজ মনসবদার। সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার ॥

মনিব, মুনিব — প্রভু, পৃষ্ঠপোষক। আ. মুনীব্। তুঃ রবীন্দ্র, চতুরঙ্গ ঃ চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে

পারে না। পুঃ লোক রহস্য ঃ আপনি হচ্ছেন মুনিব — আপনার কাছে কি বে-আদবি করতে পারি ?

মন্নুরা — দীপ্ত (মন)। আ. মুন্‌বর্। তুঃ গোরক্ষ বিজয় ঃ বিংশতিতে কহ মন্নুরার স্থানস্থিতি। কোথায় থাকি আহার করহে নিতি নিতি॥

মফস্বল, মফস্‌সল, মফঃসল — শহর দূরবর্তী বিশিষ্ট স্থান।

আ. মুফস্‌সল্ — বিশিষ্ট (স্থান)। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ এজন্যে সম্প্রতি মফঃসলের অনেক মেজিষ্ট্রেট জাষ্টিস অব পিস পাইয়াছেন। পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ ফরমান-মত সব সনদ লিখিয়া। মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥

মফাজৎ — অর্পণ, কার্যভার, (বিক্রেয় দ্রব্যাদি) প্রেরণ। আ. মফাজ্জৎ। তুঃ সৈ. হামজা, হাতেম তাইর কেচ্ছা ঃ দীনদারী মফাজৎ রাখিবে বাহাল।

মফিল — মোআফেল দ্রঃ।

মবলগ, -ক — থোকা টাকা, নগদ টাকা। আ. মব্‌লিঘ্। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ মাঝখান থেকে খাজাঞ্চীখানা থেকে হাজার বারশো টাকা বেরিয়ে গেল মবলক। পুঃ একাদশী বৈরাগী ঃ এ-সব মবলগ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তাহলে কি রকম করে হবে বল দেখি ?

মবারক — মোবারক দ্রঃ।

মমিন — মোমিন দ্রঃ।

ময়দা — আটা। ফা. মইদহ। তুঃ রবীন্দ্র, লোকসাহিত্য ঃ

সয়দাবাদের ময়দা, কাশিমবাজারের ঘি ;
একটু বিলম্ব করো খোকাকে লুচি ভেজে দি।

ময়দান — মাঠ। ফা. মইদান্। তুঃ পূঃ গীতিকা, ৩য় ঃ মাঝে মাঝে দেখা যায় ময়দানের উপরে। আয়রার কবর পীর জেয়ারৎ করে॥ পুঃ রবীন্দ্র, বঙ্গবিভাগ ঃ ময়দানে মহারাণীর প্রস্তর মূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে ?

ময়না — (অপমৃত্যু সম্বন্ধে) পরিদর্শন (ও অনুসন্ধান) যেমন, ময়না তদন্ত। আ. মু'আয়নহ।

ময়াল — মহল দ্রঃ।

মরকজ, মর্কোচ — মূল বিষয়, কেন্দ্রস্থল আ. মর্‌কজ্‌.। তুঃ ইসলাম প্রসঙ্গে ঃ দেবদূত, জেব্রাইল, ফেরেস্তা, angel, dove, হংস ইত্যাদি যা-কিছু সবই হচ্ছে ঐ বৃত্ত-উদ্ভাবিত, দেশকালপাত্র ভেদে সংস্কার - রঞ্জিত Communicator — এই হচ্ছে মরকোচ, যা আমি বুঝতে পারি।

মরচে — মরিচা দ্রঃ।

মরজ — অসুখ, রোগ। আ. মর্‌জ্‌.। তুঃ সতিবন্তির উপাখ্যান ঃ তার কসুর থাক চাই বা না থাক মরজ তো ওদের সাথী।

মরজি — ইচ্ছা, খুসী। আ. মর্‌জী। -মেজাজ বা মেজাজ-মরজি মনের ভাব ঃ মেজাজ দ্র ঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ খুদার মরজি বুঝা বড়ই কঠিন। পুঃ রাজসিংহ ঃ সেখানকার রাও সাহেবের কন্যাকে মহিষী করার অভিপ্রায় শাহানশাহের মরজি মবারকে হইয়াছে। অথবা, বঙ্কিম, গদ্য-পদ্য ঃ সকলের সবসময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না।

মরতবা — মান্যতা, ক্রম, সময়। আ. মর্তবহ। তুঃ তোহফা ঃ নবীগণ পাছে জান আবুবকর সিদ্দিক। তাহার মর্তবা জান সবার অধিক ॥

মরদ, মর্দ, মদ্দ, মুরদ — ব্যক্তি, পুরুষ, সাহসী ব্যক্তি। ফা. মর্দ্‌ — মানুষ। -আনা — সাহসিকতা, মানবীয়। ফা. -আনহ ঃ আনা দ্রঃ। তুঃ ফ. মহাম্মদ, মানিক পীরের গীত ঃ শুনিয়া দুখিয়া মরদ কোন কাম কৈল। থালের উপরে পানি উঠাইয়া নিল ॥ পুঃ মানিক গাঙ্গুলি ঃ মার মার করিয়া চলিল মর্দ গাজি। অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ কেহ বা শিকার করিতে বা মর্দানা কসুর করিতে রত হয়। আবার কবিচন্দ্র, রামায়ণ ঃ কুপিলা অঙ্গদ বীর বালির কুমার। বলিলাও রাবণা দেখি মদ্দনা তোমার॥ বা, দেবী চৌধুরাণী ঃ বজরাখানি নানা বর্ণে চিত্রিত, তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে।

মরমর — marble পাথর বা শ্বেত প্রস্তর। ফা. মর্‌মর্‌। যেমন, মর্মর প্রাসাদ — শ্বেত প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকা।

মরসিয়া — শোকগাথা। মর্‌থিয়হ (বা মরছিয়হ)। তুঃ নজরুল, জিঞ্জির ঃ

মর্সিয়া-খান! গাস্‌নে অকালে মর্সিয়া শোক-গীতি,
সর্বহারার অশ্রুপ্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি।

মরস্থম, মৌস্থম, মৌসিম — সময়, ঋতু। আ. মৌসম্‌, মৌসিম্‌। তুঃ বিষবৃক্ষ ঃ কিন্তু তিসির মরস্থমটায় আমি কি প্রকারে যাই? পুঃ হু. প্যাঃ. নক্‌শা ঃ এতদিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠ্‌ছে। অথবা, রবীন্দ্র শেষ সপ্তক ঃ

কাঁকর-ঢালা পথের ধারে—বিলিতি 'মৌস্থমি চারায় —
ফুলগুলি রং হারিয়ে সংকুচিত।

মরহবা — অভ্যর্থনা, উৎসাহ উদ্দীপক বাক্য, আশীর্বাণী। আ. মরঃহবা। তুঃ যুগান্তর পত্রিকা (৪. ৬. ১৯৫৮) ঃ চৌধুরী সাহেবের কথা শুনে করাচীর সাংবাদিকগণ "মারহাব্বা, মারহাব্বা" বলে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন কি না, সে-কথাটা জানা নেই।

মরহুম — মৃত, (ভগবৎ) করুণাপ্রাপ্ত। আ. মর্‌হুম্‌। তুঃ আয়েজদ্দীন গোল-আন্দাম ঃ

মুন্‌শি তাজদ্দিন মহাম্মদ মরহুমের,
সব দেশে নাম তার আছেত জাহের।

মরিচা, মরচে — ধাতুমল। ফা. মূর্চহ। তুঃ রবীন্দ্র, গোড়ায় গলদ ঃ তোমার কথা শুনলে আমার মতো মরচে পড়া বিবাহিত লোকেরও বুক সাত হাত হয়ে উঠে — ফের আর একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। পুঃ ঐ, গোরা ঃ তাহাতে একটুও মরিচার চিহ্ন পড়ে নাই। অথবা, বা. প্রবাদ ঃ মরিচাতে যত ক্ষয়, ব্যবহারে তত নয়।

মরিজ — রোগী, দুর্বল। আ. মরীজ্‌। তুঃ সতুবন্তির উপাখ্যান ঃ কী? রুপেয়ার জন্যে একটা মরণাপন্ন মরিজের ইলাজ হবে না?

মরেক্কো, মুরক্কা — এক প্রকার বাঁধান, এলবাম আকৃতির বাঁধাই। আ. মুরক্ক'অ — জড়িত, বাঁধান। তুঃ তীর্থংকর ঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ আমার কোলে

সন্তর্পণে রাখলেন তাঁর গুরুর কথামৃত — মানে ডায়ারি। মরক্কো বাঁধাই, ঝক ঝক করছে বাইরে।

মরেচা — উৎকৃষ্ট, অগ্রাধিকার। আ. মুরজ্জঃহ। তুঃ মৈ. গীতিকা, :ম ঃ

সাদি কইরাছ তুমি গেছে ছয়মাস;
নজর মরেচা রইছে তোমার অপরকাশ।

মলনা — মৌলানা দ্রঃ।

মলম — মালিস দ্রব্য। আ. মর্‌হম্। তুঃ কালান্তর (ছোটো ও বড়ো) ঃ কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচ আছে।

মলম্বা — gilt, (ধাতু) মণ্ডিত। আ. মুলম্ম্‘অ।

মল্লা — মাল্লা দ্র ঃ।

মল্লিক — উপাধি বিশেষ। আ. মলীক্, মালিক — রাজা বা সম্রাট ঃ মালিক দ্রঃ। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য ঃ অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ। রূপ গোসাঞীর ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান। সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥

মলানা — মৌলানা দ্রঃ।

মলিদা — পশমী বস্ত্র-বিশেষ। ফা. মলীদহ। তুঃ পথে বিপথে (গুরুজি) ঃ আমি সেদিন আমার গেরুয়া মলিদার ওভার-কোট্‌টার উপরে আজ-কালের স্বামীজির ধরনে পাগড়টা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লেম।

মশক — জল বহনকারী চামড়ার একপ্রকার থলে। ফা. মশ্‌ক্। তুঃ রবীন্দ্র, জুতা-আবিষ্কার ঃ

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাক—
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।

মশ্‌গুল — ব্যস্ত, নিবিষ্ট। আ. মশঘূল্। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ তাঁরা তখন আপন আপন ধান্দায় মশগূল।

মশলা, মশল্লা—বিষয়, উপকরণ, ব্যঞ্জনের স্বাদার্থে হরিদ্রা, লঙ্কা প্রভৃতি উপকরণাদি। আ. মস্বালিঃহ বা ইহার একবচন মস্‌ব্‌লঃহৎ — বিষয়, উপকরণ।

মসয়েল দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ এসব মালমশলা তারাপদর কাজে লাগবে না। পুঃ বিজয় গুপ্ত মনসা মঙ্গল ঃ

জিরা মরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে মিল ;
মশল্লা বাটিতে হাতে তুলিয়া নিল শিল।

অথবা, অন্নদামঙ্গল ঃ মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা। অধিক করিয়া দিয়া কর রসলা ॥

মশ্‌হূর — প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। আ. মশ্‌হূর। তুঃ কাজী আবদুল মান্নান ঃ বিশেষ করে হানাফী সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে তিনি মজহবী বহস করে মশহূর হয়েছিলেন।

মশাৎ — পরিমাণ আ. মসাঃহৎ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ মশাৎ করিল রাজা দিয়া খাটদড়ি।

মশাল, মোশাল — দীপদণ্ড, দেউটি। আ. মশ'অল্‌। -চি — মশাল বা দীপদণ্ড ধারী। তুর্কী -চী — ধারক অর্থে প্রত্যয়। তুঃ নারায়ণ দেব, পদ্মপুরাণ ঃ পঞ্চসত মশাল আইল হাতে লইয়া বাতি। চান্দো লখাইর উপরে ধরে নবদণ্ড ছাতি ॥

মশাল্লা, মহসাল্লা — ভগবৎ-ইচ্ছা, ভগবৎ ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আ. মা শহ আল্লাহ — ভগবান যাহা ইচ্ছা করেন। তুঃ তীর্থংকর ঃ "মহাসালা! কৃষ্ণ তো খাঁটি ভগবান — শুনব না তাঁর গান?"

মশিল, মসিল — অত্যাচার। আ. মুশিল্‌ — অপসারণ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ মশিল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।

মশুব — মৌসুফ দ্রঃ।

মস্‌করা, মস্করি — কৌতুক, কৌতুককারী। আ. মস্‌খরহ — হাসি-তামাসা তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ

কেহ নাই ঘরে আর এখিন একেলা ;
মস্করি করিয়া দিল পানর বঁড়ু মেলা।

পুঃ চাচা কাহিনী ঃ এমন কি আদালতেও দেখোনি যেখানে খুনের মোকদ্দমা হচ্ছে সেখানেও জজ-ব্যারিষ্টাররা ঠাট্টামস্করা করেন। অথবা,

বাউল গান (লালন): ফানার ফিকির না জানিলে — ভস্ম মাখা হয় মস্কারা।

মসজিদ, মজিদ, মসিদ — মুসলিম উপাসনা-গৃহ। আ. মস্‌জিদ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

পশ্চিম দিকেতে সেহ, তুলিলা নামাজ গৃহ,
দলিজ মসজিদ নানা ছন্দে।

পুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ পাল ছিড়িয়া গেল ঝঞ্ঝার বাতাসে। এরে দেখ্যা মজিদ ঘরে পেগাম্বর হাসে॥ অথবা, মনসা বিজয় ঃ

মসিদ মোকাম ঘরে ছেলাম নমাজ করে
ফয়তা করয়ে পিত্য-লোকে।

মস্‌ৎ, মস্তা — উন্মত্ত। ফা. মস্‌ৎ। -আনা — পাগল, উন্মত্তবৎ। -আনহ — সাদৃশ্য অর্থে ফারসী প্রত্যয়। আনা দ্রঃ। -ই— উন্মত্ততা ফা. মস্তী। তুঃ প্রা. ক. গান (রামু সরকার) ঃ

কেরে তুই জংলী মস্তা,
নাইরে তোর ধর্মে আস্থা।

পুঃ সংবাদ প্রভাকর (৩০. ১০. ১২৫৮) ঃ ··· সে বিষয়ে কৃপণতা করত শুদ্ধ বাছুরকে বঞ্চনা পূর্বক গাভীর দুগ্ধ দোহন করত সেই দুগ্ধে হস্তির মস্তি বৃদ্ধি করিতেছেন।

মস্‌নদ, মছনদ — সিংহাসন। আ. মস্‌নদ্‌। তুঃ দুর্গেশ নন্দিনী ঃ প্রত্যাগমনের তিন চারি দিবস পরে বীরেন্দ্র সিংহ নিজ দেওয়ান খানায় মছনদে বসিয়া আছেন।

মস্‌লৎ — প্রস্তাব, যুক্তি। আ. মস্‌লৎ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ লোকটা বলতে কহিতে, লিখতে পড়তে, যেতে আসতে, কাজকর্মে, মামলা মকদ্দমায়, মতলব মসলতে বড় উপযুক্ত।

মসলন্দ, মছলন্দ — সিংহাসন, জাঁকজমক পূর্ণ কার্পেট বিছানা। আ. মস্‌নদ ঃ মস্‌নদ দ্রঃ। তুঃ বউ ঠাকুরাণীর হাট ঃ মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের বিছানা।

মসলিন — এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র। আ. মৌস্বিলী — মৌসিল দেশীয়। ইংরেজী Muslin (মুস্‌লিন) শব্দের মাধ্যম। তুঃ বৃহৎ বঙ্গ, ২য়ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে বঙ্গোপসাগরের যাতায়াত কঠিন ও অসুবিধাজনক হইয়া উঠে, তখন তুরস্কের রাজধানী মোসল নগরের বস্ত্র-নির্মাতারা বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের অনুকরণে একরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী করিতে আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে 'মস্‌লিন' শব্দের উদ্ভব হয়।

মসায়েল — বিষয়, উপকরণ। আ. মসালিহ — মস্ব্‌লঃতৎ শব্দের বহুবচনঃ মশাল দ্রঃ। তুঃ কা. আ. মান্নানঃ এজন্য আমরা ইসলাম-প্রচারকে নিয়মিতরূপে মসলা-মসায়েল বাহির করিব।

মসিদ — মসজিদ দ্রঃ

মসিবৎ — মুসিবৎ দ্রঃ।

মসিল — মশিল দ্রঃ।

মহকুফ — মকুব দ্রঃ।

মহকুমা — জিলার ভাগ। আ. মঃহকমহ — শাসন স্থান। তুঃ রবীন্দ্র, নামঞ্জুর গল্পঃ তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারী উকিল। পুঃ বেলা শেষের গানঃ অটুট কভু রয় না কারো অনন্তকাল হুকুম মহকুমা।

মহতাব, মাতাব — উপাধি বিশেষ, আগুনের বাজী খেলার দ্রব্য বিশেষ। ফা. মহতাব্‌ — চন্দ্র বা চন্দ্রালোক।

মহফিল — মোআফেল দ্রঃ

মহব্বৎ — প্রেম, বন্ধুত্ব। আ. মহঃববৎ। -ই — প্রণয়ভাব। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ বাঁচিলে জানেতে মহব্বৎ রবে। পুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থঃ

আমিনা হইতে নছর দুই বছরের বড়
বড় মহব্বৎ তারে করিত হায়দর।

অথবা, আরোগ্য নিকেতনঃ মশায়, প্রথম যখন কাঁচা উমর আমার ষোল-সতেরো বছর উমর, -তখুন — সেই কাঁচা নজরে মহব্বতি হয়েছিল এক চাষীর কণ্যের সঙ্গে।

মহরৎ — মোহরৎ দ্র ঃ।

মহরম — আরবী বৎসরের প্রথম মাস ; মহরম মাসে অনুষ্ঠিত একটি মুসলিম উৎসব বিশেষ। আ. মুঃহর্‌র্ম্‌। তুঃ দ্বি. না. ঠাকুর, নানা চিন্তা ঃ মহরমের সময় সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা যেমন রাস্তার মাঝখানে হাসেন হোসেন করিয়া বক্ষে করাঘাত করে, ঠিক সেইরূপ একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের নিষ্কর্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মহল, মহাল, ময়াল — বাসস্থান, গৃহ, শহরের অংশ বিশেষ, পল্লী বা পাড়া। আ. মঃহল্‌ — স্থান। মহল্লা দ্রঃ। অন্দর মহল — ভিতর বাড়ী, অন্তঃপুর ঃ অন্দর দ্রঃ। গোবিন্দ দাসের কড়চা ঃ

শুদ্ধ মনে চারি ধারে বসিলা সকলে।
কেহ বলে চল প্রভু আমার মহলে ॥

পুঃ মানিকচন্দ্র রাজার গান ঃ একশত রাণী আছে মহলের ভিতর। অথবা, পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ

বার নাও তের পানসী ধানেতে বুঝাইয়া।
উত্তর ময়ালে চলে ডিঙ্গা ভাসাইয়া ॥

আবার কৃষ্ণকান্তের উইলঃ বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল।

মহল্লা, মহলা — শহরের অংশ বিশেষ, পাড়া বা পল্লী। আ. মঃহল্লহ ঃ মহল দ্রঃ।
— নবিশ — উপাধি বিশেষ, মহল্লার হিসাব রক্ষক ঃ নবিশ দ্রঃ। তুঃ নরসিংহ বসু, ধর্মরাজের গীত ঃ

সাবধানে থাক যেন কাল্বা না পালায়।
রণজয় হইবেই যাব মহলায় ॥

মহসাল্লা — মশাল্লা দ্রঃ।

মহসিল — মুহসিল দ্রঃ।

মহসুল — মাশুল দ্রঃ।

মহাফা, মাহাফা — পাল্কি, শিবিকা। আ. মঃহাফহ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ

হাঁজর বাত্তি ঘরে দিল আমিনা সোন্দরী।
এ সমে নায়রী আইল মাহাফায় চড়ি ॥

মহাফিজ — (দলিল পত্রের) তত্ত্বাবধায়ক। আ. মুঃহাফিজ্। -খানা — যে গৃহে দলিলপত্র রাখা হয়, record room : খানা দ্রঃ।

মহাফিল — মহফিল দ্রঃ।

মহাল — মহল দ্রঃ।

মহিম, মুহেম — গুরুত্বপূর্ণ (কার্য)। আ. মুঃহিম্। তুঃ ভারতচন্দ্র :

রামজীর কুদরতে, মহিম হইল ফতে,
কেবল তোমারি কিরামত।

পুঃ মো. ইউসুছ, নিবারণ সুন্দরীর পুথি :

নাহি যাও বাছাধন মায়ের কথা শুনি ;
আজিকার মহিম ক্ষেন্ত কর যাদুমনি।

মাইনা, মাইনে — মাহিনা দ্রঃ।

মাজার — কবরস্থান। আ. মজা.র্। তুঃ আ. খান, নজরুল জীবনী : কবির পিতা অবস্থার দুর্বিপাকে আজীবন এই মাজার শরীফ এবং মসজিদের সেবা করে জীবন নির্বাহ করতেন।

মাজারা — ঘটনা, অবস্থা। আ. মা. জরা — যাহা ঘটিয়াছে। তুঃ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন : ইহারা দুইজনে ঐ মাজারার শরিক এমত জানা গেল না।

মাজুন, মাজুম — এক প্রকার মাদক দ্রব্য। আ. ম'জূন্। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা : গদির কিছু দূরে একজন খোট্টা সিদ্ধির মাজুম, হজমীগুলি ও পালং তোড় প্রভৃতি 'কুয়ৎ কি চিজ'' রুমালে বেঁধে বসে আছেন।

মাজুর, -ই — ফুলের পাত্র। আ. ম'জূর্। তুঃ কৃত্তিবাস (আত্মবিবরণ) :

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি,
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি।

মাজুল — বরখাস্ত, বিদায় প্রাপ্ত। আ. ম'জূল্। তুঃ প্রাঃ বা. পত্র সঙ্কলন : মাজুল নাজির শ্রীখগেন্দ্র নারায়ণ কুমর হুজুরের হুকুম মওাফিক দরমাহা পাঁচসও টাকা পাইতেছে।

মাৎ — মৃত, পরাজিত, নষ্ট। আ. মাৎ — (সে) মৃত। কিস্তিমাৎ এবং বাজিমাৎ দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ দাবা খেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাৎ। পু. মু. গু. জীবনচরিত ঃ

"গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত,
বুঝতে নারি সার কি মাত।"

মাত্তা বা মালমাত্তা — দ্রব্য বা দ্রব্যাদি। আ· মতা'অ। মাল দ্রঃ। তুঃ পূ· গীতিকা, ৪র্থ ঃ

সব মালমাত্তা বেচি ভাঙ্গিল কারবার ;
এখিন কন্যারে সাদি দিলারে আবার।

পূঃ রামচন্দ্র বাড়ুয্যে, ধর্মরাজের গীত ঃ

' দেবতা সকল ধরে নবদণ্ড ছাতা ;
লুট করে নিলেক আমার মালমাত্তা।

মাতন — মাতম দ্র ঃ।

মাতববর, মাদ্‌বর — নেতা, সম্মানীয় ব্যক্তি, মহৎ, বৃহৎ, বিচারক। আ. মু'তবর সম্মানীয়। -ঈ — নেতৃত্ব, বিচারকার্য। তুঃ স্থ. রায়, খাইখাই ঃ

মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু ছুটি ;
'কারো কিছু চাই' বলি তড়বড় ছুটি।

পুঃ আ. ঘ. ডুলাল ঃ অনুমান হয় মাতব্বর মাতব্বর ঔষধ পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে।

মাতম, মাতুম, মাতন — শোক, ব্যথা। আ. মাতম্। তুঃ নজরুল, জিঞ্জির ঃ

মোহর্‌রমের চাঁদ উঠার তো আজিও অনেক দেরি,
কোন্‌কারবালা মাতম উঠিল এখনি আমায় ঘেরি?

পুঃ সংবাদ প্রভাকর (৭. ৪. ১২৬৩): যখন দাড়ুধারি নাড়ুর পোলা আসিয়া "ইয়া হুঁসেন ইয়া হুঁসেন" বলিয়া বুক চাপড়াইয়া ডুপরে মাতন করিতেছে, তখন হিন্দু কলেজের হিন্দুত্বনাশের আর কি অপেক্ষা রহিল?

মাতাব — মহতাব দ্র ঃ।

মাতুম — মাতম দ্র ঃ।

মাতুয়ালি — মতুয়ালি দ্র ঃ।

মাদ্‌বর — মাতব্বর দ্রঃ।

মাদ্‌রাসা — (মুসলিম) বিদ্যালয়, যেখানে ইসলামী পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন হয়। আ. মদ্‌রসহ।

মাদা, মাদি — স্ত্রী জাতীয় জন্তু। ফা. মাদহ। তুঃ চৌ. চ. মানসঃ "তুদিন পরে মোচ উঠবে এখনও শকুনের মদ্দা মাদী চেনো না—বদমাস ছোকরা।"

মানা — নিষেধ, বারণ। আ. মানি'। তুঃ কৃত্তিবাসঃ

কুঁজি দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা,
বিলম্ব না কৈল একদণ্ড।

পুঃ ক. ক. চণ্ডীঃ দেখী নারীগণ করয়ে মানা। না মার না মার শুন লহনা॥ অথবা, মৈ. গীতিকাঃ পালঙ্কে শুইতে মোর দেবের আছে মানা। জমিনে শুইব আমি অঞ্চল বিছানা॥

মানে — অর্থ, সঙ্কেত। আ. ম'আনী। তুঃ বাউল গান (লালন):

নুরের মানে হয় কোরানে,
নুর বস্তু সে নিরাকার প্রমানে।

মাপ, মাফ — ক্ষমা আ. মু'আফ্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ

ভেলুয়া কহিল, 'আমার মন কেমন করে;
মাপ কর সাদাইগর, মাফ কর মোরে।'

পুঃ আ. ঘ. তুলালঃ জানা যায়, হায় বাবা, মাফ কর বাবা।

মাফিক, মোআফিক — মত, উপযুক্ত, অবস্থানুযায়ী। আ. মুৱাফিক্‌। না-মাফিক—অসুবিধাজনক। তুঃ আ. ঘ. তুলালঃ এনার বাৎ মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জলদি যেতে হবে। পুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ

জৈন্তার পাড়েতে দেওয়ান পলাইয়া যায়;
শের মাফিক বাদশার ফোজ পাছে পাছে ধায়।

অথবা, প্রা. বা. পত্র সঙ্কলনঃ মাজুল নাজির শ্রী খগেন্দ্র নারায়ণ কুমর হজুরের হুকুম মওাফিক দরমাহা পাঁচসও টাকা পাইতেছি। আবার, হু. প্যাঁ. নক্‌শা (?)ঃ একদিন আপিসের মীর মুন্‌শী মিরজা গোলাম সফর খাঁ সাহেব, তুনিয়াদারী নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন।

মাবুদ — আরাধ্য জন। আ. ম'বূদ্। তুঃ হারামণি ঃ মাবুদ আল্লার খবর না জানি। আছেন নির্জনে সাঁই নিরঞ্জন মণি ॥

মামদো, মামুদা, মেমদো, (অথবা হামদো) — (মুসলিম ব্যক্তির) প্রেতাত্মা। আ. (মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) প্রশংসা যোগ্য, স্বর্গীয়। তুঃ সিরাজদ্দৌলা ঃ আমি আফগানি আমলের বাঙ্গালার নবাব, মামদো হয়ে এই গাছটিতে থাকি। পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

আকাশে কুমুদা আছিল মামুদা
ধরিয়া পুরিল গাল।

অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ মোদের মৌতের বাকি কি? মোরা মেমদো হয়ে আছি। আবার, রবীন্দ্র, শোধবোধ ঃ খোকা, চুপ কর বলছি, ঐ হাম্‌দো বুড়ো আসছে।

মামলা মামেলা—বিষয়, বিচার্য-বিষয়। আ. মু'আমলহ। -বাজ — বিচার্য-বিষয় ব্যাপারে পটু ঃ বাজ দ্র ঃ। তু ঃ অপসরণ ঃ রাজার কিংবা রাজ-মন্ত্রীদের পতন হয়তো একরাত্রের মামলা। পু ঃ চাচা কাহিনী ঃ এদেশে এসব বর্বরতাকে বলা হয়, 'অন্য লোকের ঘরোয়া মামেলা' Personal matter. অথবা, বা. প্রবাদ ঃ টাকা যার মামলা তার।

মামলিয়ৎ — বিষয়াদি, কাজকর্ম। আ. মু'আমলাৎ - মু'আমলহ শব্দের বহুবচন ঃ মামলা দ্র ঃ। তু ঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ আমার ও বাবা মহারাজার মরজিমাফিক রাজ্যের মামলিয়ৎ হয়।

মামুদা — মামদো দ্রঃ।

মামুর — প্রসিদ্ধ, পরিচিত। আ. ম'মূর্। তুঃ অন্নদামঙ্গলঃ মামুর হৈল মোর বাবুরচিখানা। ঘর হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা ॥

মামুল, -ই — সাধারণ, রীতি অনুযায়ী। আ. ম'মূল্। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ মামুলী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা সে খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। পুঃ সা. বি. গোলাম ঃ তারপর পকেট থেকে বের করলে একটা তামার পয়সা। বললে, "নাও তোমার মামুলি নাও।"

মামেলা — মামলা দ্র ঃ।

মায় — সহিত, সুদ্ধ। আ. ম্'অ। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর। ডালে মূলে লয়ে মায় পর্বত-শিখর॥ পুঃ আ. ঘ. হুলাল ঃ কেহ চরস, গাঞ্জা মায় ছুরি, কাঠ লইয়া পোঁটলা করে।

মারফৎ — উপায়, মাধ্যম, পরিচয়। আ. ম'রিফৎ - জ্ঞান, পরিচয়। তুঃ অপসরণ ঃ ওদিকে স্নেহময় তাড়া দিচ্ছিল মা-র মারফৎ। পুঃ বাউল গান (লালন) ঃ

জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকার যায়।

মারফতি, মারিফৎ — জ্ঞান, আধ্যাত্মিক। আ. ম'রিফৎ ঃ মারফৎ দ্র ঃ তুঃ মারফতি গান।

মারুৎ — হারুৎ ও মারুৎ নামক দুইজন দেবদূতের একজন। হারুৎ দ্রঃ। আ. মারুৎ (সং মরুৎ - পবন দেবতা)।

মাল — সম্পদ, সম্পত্তি, রাজস্ব, পণ্যদ্রব্য। আ. মাল্। আমোয়াল — বিষয় সম্পদ। মাল শব্দের বহুবচন ঃ আম্বাল - আহমাল দ্রঃ। -খানা — ভাণ্ডার ঘর, দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান ঃ খানা দ্রঃ। - গুজার — রাজস্ব। ফা. গুধার্ - যাহা দ্বারা চলাচলের ব্যবস্থা হয় ঃ গুদারা দ্রঃ। -দার — ধনবান ঃ দার দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. হুলাল ঃ কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারি এই তিন কর্ম নির্বাহের ভার একজন সাহেবের উপর ছিল। পুঃ ঘরে বাইরে ঃ কোথায় মালখানা, কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কারা -- এইসব সন্ধান করছি। অথবা, মানিকচন্দ্র রাজার গান ঃ

দুধের পাত্র বেচাঞা হাকিমের মালগুজার যোগাল।
পুত্রশোকে রাইঅত পরজা কান্দিতে লাগিল॥

মালক, মালেক – দেবদূত। আ. মলক্। -অল্ মৌৎ — মৃত্যুর দেবতা যমরাজ। মৌৎ দ্রঃ। -উৎ — স্বর্গীয়ভাব। আ. মলকূৎ — স্বর্গীয় বা পবিত্র অবস্থা। তুঃ ম. খাতের, লায়লা মজনু ঃ

মালেকল মওত সেথা পৌছিল আসিয়া,
মজনুর পাক জান নিল নেকাসিয়া।

পুঃ বাউল গান (রশীদ) ঃ

আধ্যাত্মিক জগৎ আলমে মালকুত ;
এ জড় জগৎ আলমে নাছুত।

মালকা — মালিকা দ্রঃ।

মালখানা — মাল দ্রঃ।

মালগুজার, মালদার — মাল দ্রঃ।

মাল্লা, মল্লা — মাঝি, নৌকার চালক। আ. মল্লাহ্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ বদরের নাম লইল মাঝি মাল্লাগণ। ছুটিয়া চলিল ডিঙ্গা তুরিত গমন॥ পুঃ প্রা. ক. গান (মনোহর মণ্ডল) ঃ

এই যে নৌকার দাঁড়ি, মাঝি—
মল্লা দু'জন বড়ই পাজি।

মালসা — মাটি বা তামার পাত্র। ফা. মালিচ্‌ — রাজমিস্ত্রির কর্ণিক। তুঃ চারুচন্দ্র, বায়ু বনে পূর্বৈয়াঁ ঃ ইহাকে দেখিলেই কাল্লুর মাথায় খুন চড়িত, তাহার চোখ দুটা কয়লার মালসার দু'খানা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতন জ্বলিয়া উঠিত।

মালামাল — পরিপূর্ণ, মালের উপর মাল। ফা. মালামাল্‌ ঃ মাল দ্রঃ।

মালিক, মালেক — রাজা, প্রভু, কর্তা। আ. মালিক্‌। -আম — অধিকারিগণ। ফা. -আন্‌ — বহুবচনের চিহ্ন। -আনা, -ই — প্রভুত্ব, রাজস্ব ঃ আনা দ্রঃ। -উল্‌ মুলুক — রাজ্যসমূহের সম্রাট ঃ মুলুক দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ মোটের উপর বলা যেতে পারে যে মালিক ও মজুর যেন খাদ্যখাদক। বা, ঐ ঃ কিন্তু যন্ত্রের উপর মালিকি করবে না ধনিক অথবা ধনিকের প্রতিনিধি রাষ্ট্র। আবার, ঐ ঃ রাষ্ট্রের মালিকানা, কলকারখানার মালিকানা, তারা অন্তরে অন্তরে চায় কি ? পুঃ রবীন্দ্র, জীবনস্মৃতি ঃ দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বই লেখকের কাছে নহে — বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। অথবা, রাজসিংহ ঃ তুমি মালেকেমুলুক ; তুমি বাদশাহকে যাহা বলিবে, তিনি তাহাই করিবেন। আবার, নীলদর্পণ ঃ জমিয়াতের মালিকান

রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন।

মালিকা, মালেকা, মাল্কা — রাণী। আ. মালিকহ্। তুঃ বেলা শেষের গান ঃ

কোথায় রাণী মাল্কা-জহান ? কোথায় বা তার উচ্চাশা ?

মালিশ — মৃদু ঘর্ষণ করিয়া লাগাইবার ঔষধ। ফা. মালিশ্। তুঃ গল্পগুচ্ছ (মাল্যদান) ঃ পটল কহিল, 'ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও না।'

মালুম — পরিচিত, অনুভূত। আ. ম'লূম্। মালুম কাঠ — মাস্তুল অর্থাৎ যে কাষ্ঠদণ্ড মাধ্যমে নৌকার গতি অনুভূত হয়। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ

আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম। কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥

পুঃ না. দেব, পদ্মপুরাণ ঃ

মালুম কাঠের উপর আছে দিসা মালুধর ;
কিবা বোল আমাকে কোপ করি।

মালেক — মালক দ্রঃ।

মালেক — মালিক দ্রঃ।

মালেকা — মালিকা দ্রঃ।

মাস — জীবিকা। আ. ম'আশ্। যেমন, বদমাস ও মদদমাস ঃ বদ ও মদদ দ্রঃ।

মাশক, মাসক, মাসুক — প্রিয়তমা, যাহাকে ভালবাসা যায়। আ. ম'শূক্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ

সাপে চিনে মণি আর বেঙ্গে বরিষার পানি ;
আসকে মাসক চিনে যখন টানাটানি।

পুঃ রিক্তের বেদন ঃ "এই আশেকের হাতে মাশুকের মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন ?"

মাশারা — মাসরা দ্রঃ।

মাশুল, মহসুল — ট্যাক্স, রাজস্ব, যাহা আদায় করা হয়, উপরি আদায় (extra charge)। আ. মঃহস্‌ূল্। মহসিলদার দ্রঃ। তুঃ দীনবন্ধু, নবীন তপস্বিনী ঃ এটা ঝকমারির মাশুল। পুঃ রবীন্দ্র, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী ঃ

একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাসুল দেবার যোগ্য কিছু জিনিস আছে কি না। অথবা, প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন : জখন জে কাজ্য করি তাহার জে হাশিল মহষুল হয় তাহা বুঝাইয়া দী।

মাসক — মাশক দ্রঃ।

মাসরা, মাসহারা, মাশারা — বেতন, নির্ধারিত ভাতা। আ. মুশাহরহ। তুঃ যোগাযোগ : আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আসছি, সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ।

মাসুক — মাশক দ্রঃ।

মাসুম — শিশু। আ. ম'স্বূম্ - নিরীহ। তুঃ সৈ. হামজা :

কলিমদ্দি বড় বেটা কুতুবুদ্দি তার ছোটা
এই দুই মাসুম আমার।

মাহ — চন্দ্র, মাস, মাছ। ফা. মাহ্। মাহা দ্রঃ। -গীর — চন্দ্রগ্রহণ, জেলে। ফা. মাহগীর্। -তাব — মাতাব দ্রঃ। তুঃ ফররুখ আহমদ, দরিয়ার শেষ রাত্রি : মাহগীর বুঝি দজ্‌লার বুকে ফেলে জ্যোছনার জাল।

মাহা — মাস। ফা. মাহ। তুঃ চি. প. স. চিত্র : সন আইন্দার মাহা পৌষ মাষে।

মাহাফা — মহাফা দ্রঃ।

মাহিনা, মাইনা, মাইনে — (মাসিক) বেতন। ফা. মাহিয়ানহ — মাসিক। -দার — Cashier, বেতন-নির্ভর চাকর। দার দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, চারিত্রপূজা : তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে। পুঃ ঐ, বিনি পয়সার ভোজ : সঙ্গে মাইনের টাকা আছে; কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। আবার, আরোগ্য নিকেতন : নায়েব, গোমস্তা, চাপরাসী, এমন কি চাকর ও মাহিন্দার পর্যন্ত বাহিরে গিয়াছে মহলে মহলে টাকার জন্য তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মিছরি — মিস্‌রি দ্রঃ।

মিছাল — মিসাল দ্রঃ।

মিজরাপ, মেজরাপ — গিটার বা সেতার বাজাইবার জন্ত হাতের অঙ্গুলিত্র। আ. মিজ্‌রাব্‌। তুঃ আ. ঘ. তুলাল : কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে নেয়।

মিঞা, মিয়া, মিয়ঁা — (মুসলিম) ভদ্রলোক বিশেষ। ফা. মিয়ঁা। তুঃ মৈ. গীতিকা :

দশ হাজার তঙ্কা পাইয়া সুখী হইলা মিঞা।
রামচন্দ্রে দিলা ঘর বাছাই করিয়া॥

পুঃ বংশীবদন; মনসামঙ্গল : তাহান্‌ খালাত ভাই নাম হাজি মিঞা। অথবা, ভারতচন্দ্র : মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা। আবার, বা. প্রবাদ :

বিবি যখন লায়েক হবে,
মিঞা তখন কবর লবে।

মিদ্ধা, মিদ্ধা, মির্দা — (দশ জন) সৈন্তের অধিনায়ক, উপাধি বিশেষ। ফা. মীর্-ই-দহ। তুঃ না. দেব, পদ্মপুরাণ :

ভিমা মিদ্ধা জাউক ভিন্ন দেশি হইয়া।
বস্তু বাছা করি দিব জহরি হইয়া॥

পুঃ মৈ. গীতিকা :

হপ্তা হৈলে পার পেয়াদা মির্দা আসি।
ধরিয়া বাঁধিয়া বিনোদের গলায় দিল ফাঁসী॥

মিনতি, মিন্নতি — অনুরোধ, কৃতজ্ঞতা। আ. মিন্নৎ ও সং বিনতি (শব্দের যুক্ত ব্যুৎপত্তি)। তুঃ রাধাকৃষ্ণ দাস, ভাগবত :

এত ভাবি কহে দ্বিজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
ওহে কৃষ্ণ রাখ রথ করিহে মিনতি॥

পুঃ মৈ. গীতিকা :

কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দিলাম করিয়া মিন্নতি॥

মিনা, মিনাহ — পরিত্যক্ত অংশ বাদ বা ছাড় দ্রব্য। আ. মিন্‌হা — ছাড় (আক্ষরিক অর্থে — ইহা হইতে)। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন :…হুকুম করিলেন, তোমরা এ দোকর জমা তাহুতে মিনাহ পাইবা।

মিনা, মিনে — কলাই করিবার কাচের ন্যায় পদার্থ বিশেষ, enamel ফা. মীনা। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ দূর থেকে মনে হয়, নীল ধাতুর উপর রূপোর বিদ্‌রী মিনার কাজ।

মিনার — প্রাসাদের চূড়া, গুম্বজ, minaret. আ. মিনারহ ; বা মনার্‌ (আলো-ঘর light house)। তুঃ সুরধুনী কাব্য ঃ

কুতুব মিনার নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর ;
পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ কলেবর।

পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ উত্তর-পশ্চিম কোণে জনাবের পাড়ার মসজিদ। মিনার দুটো সোজা উঠে গিয়েছে।

মিনাহ — মিনা দ্রঃ।

মিনে — মিনা দ্রঃ।

মিয়া — মিঞা দ্রঃ।

মিয়াদ, মেয়াদ, ম্যাদ — চুক্তিবদ্ধ সময়, চুক্তি, কারাবাস। আ. মী'আদ্‌ — নির্দিষ্ট সম্মিলন স্থান। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ অন্যান্য আসামীর এক এক মাস মিয়াদ এবং ত্রিশ ত্রিশ টাকা জরিমানা। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ

ছুমাস গত হৈয়ারে গেল ফুরাইল মেয়াদ।
এখন বিবি পূর্বের সত্য করয়ে এয়াদ॥

অথবা কমলাকান্তের দপ্তর ঃ তবে যৌবনেও আমার আর দাবিদাওয়া নাই, মেয়াদি পাট্টার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। আবার, শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিসে দেয় ও ম্যাদ খাটায়।

মির, মীর — অধিনায়ক, প্রধান, মহান। ফা. মীর্‌। -দহ — দশ জন সৈন্যের অধিনায়ক ঃ মির্দা দ্রঃ। -বহর — পোতাধ্যক্ষ, admiral আ. আমীরুল্‌-বঃহর্‌ ঃ আমীর ও বহর দ্রঃ। -মজলিস — সভাপতি ঃ মজলিস দ্রঃ। -মুন্সি — প্রধান সম্পাদক, কর্মাধ্যক্ষ ঃ মুন্‌শি দ্রঃ। তুঃ মনসা বিজয় ঃ

মির মজলিস চলে তইকা মাথায়।
কুটি কুটি পাইক পায়দল আগু ধায়॥

পুঃ মু· গু· জীবন চরিত ঃ একদিন মীর মুন্‌শী মিরজা গোলাম সফর খাঁ সাহেব দুনিয়াদারী নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন।

মিরজা — উপাধি বিশেষ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ফা· মীর্‌জ·া (আমীর্‌ জ·াদহ হইতে ব্যুৎপত্তি) -মান্যব্যক্তি, কুলীন। আমীর, জাদা ও মির দ্রঃ।

মিরজাই — মেরজাই দ্রঃ।

মিরদা — মিদ্ধা দ্রঃ।

মিরাজ — মেরাজ দ্রঃ।

মিরাস — উত্তরাধিকার। আ· মীরাছ্‌। তুঃ ভ· দাস, ময়নামতীর গান ঃ

রাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি কমলাক নগর ॥

পুঃ আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া ঃ

কাজির মিরাছ বাড়ী ছিল বন্দিপুরে।
কেহ তাহা ফেরেবেতে চাহে লইবারে ॥

মিসরি, মিছরি — মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ। আ· মিস্‌রী — মিশর দেশীয় (অর্থাৎ মিশর উৎপন্ন দ্রব্য)। তুঃ চৈ· চরিতামৃত, মধ্য ঃ

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্কর-সিতা-মিছরি উত্তম মিছরি আর॥

পুঃ জিঞ্জির ঃ

মিষ্টি ধারাল মিছরির ছুরি মিসরী মেয়ের হাসি,
হাঁসা পাথরের কুচি-সম দাঁত, — সব যেন আজ বাসি।

অথবা, জামাই ষষ্ঠী ঃ

বিচুলির জলে করে মিছিরির পানা।
তৃষ্ণায় জামাই খাবে না করিবে মানা ॥

আবার, ধূপছায়া ঃ সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিস্‌রী কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন।

মিসাল, মিছাল — প্রতিকৃতি, সাদৃশ্য। আ· মিছাল্‌। তুঃ গোর্খ বিজয় ঃ

অদ্ভুত জানেন তেঁহ বেদানরো মিছাল। পুঃ অন্নদা মঙ্গল ঃ

তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলি মিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥

মিসিল, মিছিল — শোভাযাত্রা, কার্যপরম্পরা, দলিল-পত্রাদির যোগসূত্র। আ. মিছ্‌ল্ — সাদৃশ্য। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ এক একটা মিছিল পড়া হইলেই জিজ্ঞাসা করেন, ওয়েল, কিয়া হোয়া? পুঃ অপসরণ ঃ বিবর্তনের মিছিল চলছে, চল্‌তে থাক, আমি তাতে নাই। অথবা সা. বি. গোলাম ঃ মোটা মোটা বই-এর মিছিল।

মিহরাব — মেহরাব দ্রঃ।

মিহি — সূক্ষ্ম, মসৃণ, সরু। ফা. মিহীন — মহত্তর। -দানা — ছোট ছোট খণ্ডাংশ দ্বারা এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য। দানা দ্রঃ। তু, রবীন্দ্র, বাল্মীকি প্রতিভা ঃ

শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কষে।

পুঃ বঙ্কিম, ধর্মতত্ত্ব ঃ তুমি একজন আসল বিলাতী সাহেবকে একটা বড় বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না।

মীর — মির দ্রঃ।

মুকদ্দমা — মকদ্দমা দ্রঃ।

মুকরর — মক্‌ররি দ্রঃ।

মুকাবিলা — মোকাবেলা দ্রঃ।

মুখ্‌তার — মোক্তার দ্রঃ।

মুখালেফ, মোখালেফ — বিরুদ্ধতা, উল্টা, অন্যায়। আ. মুখালিফ্‌। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ সে মতে ৺কুম্পানীর ফৌজ পাঠাইয়া অনেক তদারক করিয়া মোখালেপের হাত হইতে খালাশ করিয়াছেন। পুঃ মালে মোহম্মদ, আহকামল জোমা ঃ

মুসলমানি সরা হতে তৌবা কৈনু বুরা বাতে,
মোখালেফ হইল তমাম।

মুগল, মোগল, মোঙ্গল — মুসলিম সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিশেষ। আ. মুঘল্ (মূল মোন্‌গোল্ হইতে)। তুঃ মনসা বিজয় ঃ

নিবসে যবন যত তাহা বা বলিব কত,
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।

তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল। দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল। অথবা, চাচা কাহিনী ঃ অস্কার প্রথমটায় এ রকম মোগলাই মেজাজ দেখে একটু খানি থতমত খেয়ে গেল।

মুচ্‌ছদ্দি — মুৎসুদ্দি দ্রঃ।

মুচরমান — মুসলমান দ্রঃ।

মুচলেকা, মুচলেখা, মোছলেকা — চুক্তি, প্রতিজ্ঞাপত্র। তুর্কী. মুচল্‌কহ। তুঃ অপসরণ ঃ আপনি যদি জামিন দাঁড়ান, তবে আমি সারাজীবন নিষ্পাপ থাকব এমন মুচলেকাও লিখে দিতে পারি। পুঃ সিরাজদ্দৌলা ঃ কিন্তু সে মুচলেখার মর্মানুসারে কলিকাতায় কোন কার্যই হয় নাই। অথবা, হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ সকালে বাড়ী আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে, দুচার নিমগোছের দাঙ্গার দরুন পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গেছে।

মুছলাম — মুসল্লম দ্রঃ।

মুছাফ — মুসাফ দ্রঃ।

মুছুলমান — মুসলমান দ্রঃ।

মুজদা — শুভ-সংবাদ। ফা. মুঝ্‌দহ। তুঃ জিঞ্জির ঃ

'মুজদা' এনেছে অগ্রহায়ণ —
আসে নৌরোজ খোলগো তোরণ।

মুজ্‌রা, মুজরা, মজরা — বেতন, ভাতা, বৃত্তি। আ. মুজ্‌রা। মজুরা দ্রঃ। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ খুচরা কাজের মুজরা নাই। পুঃ পরিচয় (আষাঢ়) ঃ বাস্তবের সভায় সঙ্গীত মুজরা দিতে আসে না, যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়। অথবা, সা. বি. গোলাম ঃ বাইজীর দল এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে — পাঁচশ টাকার মুজরো। আবার,

প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন : সেই সকল তহশীলদারের বরাওর্দ দরমাহি সালিআনা ১৩৬৮০ টাকা সরকারের মজরা আছে।

মুতরজ্জম, মত্রজ্জম — অনুবাদক। আ. মুতরজ্জম্। তুঃ সধবার একাদশী :

আমি যখন তরজমা করি তিন চার খান ডিক্সোনারি
নিই আর এক একটা কথা মৎত্রজ্জমকে জিজ্ঞাসা করি।

মুৎসুদ্দি, মোছদী — উপাধি বিশেষ, প্রতিনিধি, সম্পাদক। আ. মুতসদ্দী। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : বাঞ্ছারাম বাবু বৈঠক খানার উকিল বট্‌লার সাহেবের মুৎসুদ্দী। পুঃ যোগাযোগ : এর পূর্বপুরুষেরা বড়ো বড়ো সওদাগরের মুছুদ্দিগিরি করে এসেছে।

মুতাফারেকা, মোতফরেকা — বিশৃঙ্খল, স্বতন্ত্র, বিভেদ। আ. মুতাফর্‌রক। তুঃ হু. পঁ্যা. নক্শা : নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেকার তদ্‌বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়।

মুদ্দই, মুদ্দাই, মোদ্দা — বাদী বা ফরিয়াদী। আ. মুদ্দ'ই। তুঃ বা. প্রবাদ :

দায় মোদ্দায় রাজি,
কি করবেন কাজি।

মুদ্দৎ — সময়, কাল, নির্দিষ্ট কাল। আ. মুদ্দৎ। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, অন্ত্য :

যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্য লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥

পুঃ সংবাদ প্রভাকর (২৮. ১২. ১২৫৩) : গোপনীয় লোকের গ্রাহ্য করা কোন বিষয় যাহার মুদ্দৎ দুই মাসের অধিক নহে ঐ ১১ পরসেণ্টের হিং।

মদ্দফরাস — মুর্দফরাস দ্রঃ।

মুদ্দর — মুরদা দ্রঃ।

মুদ্দা, মোদ্দা — বিষয়-বস্তু, মূল উদ্দেশ্য। আ. মুদ্দ'আ — উদ্দেশ্য, অর্থ। তুঃ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র : তাঁর মোদ্দা কথাটা এই যে-হেতু গোরা সাহেবের ছেলে সেই হেতু কমল-চরিত্র গোরার নকল ছাড়া আর কিছু নয়।

মুদ্দা — মুরদা দ্রঃ।

মুদ্দাই — মুদ্দই দ্রঃ।

মুদাম — মোদাম দ্রঃ।

মুন্‌কির — অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী। আ. মুন্‌কির্‌। তুঃ দেবী চৌধুরাণী ঃ যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির — বলে টাকা কোথায়।

মুনফা, মুনাফা — লাভ। আ. মনাফি'। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ জিনিষ খরিদ করিয়া পাঠাইলেই মুনাফা হইবে, এই তাহার সংস্কার ছিল। পুঃ ঘরে বাইরে ঃ এর মুনফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে।

মুন্‌শি, মুন্সি — (ফার্সী) লেখক বা শিক্ষক। আ. মুন্‌শী। -আনা — পাণ্ডিত্যের চাতুরী, বাহাদুরী। আনা দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ অনন্তর পুত্রকে ফারসী পড়াইবার জন্য বাবুরাম বাবু একজন মুন্‌সি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পুঃ রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ ঃ তাই লেখার মুন্‌শীয়ানায় মেহনৎ হইতেছে বেশি। অথবা, মু. গু. জীবনচরিত ঃ মুচিরাম দুই তিন বৎসর মীর মুন্‌শীগিরি করিল।

মুন্‌সিফ, মুন্সেফ — বিচারক। আ. মুন্‌স্বিফ্‌। তুঃ চতুরঙ্গ ঃ মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়েৎ পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। পুঃ রবীন্দ্র, খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন; সেই শিশুটি ··· অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্‌সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে।

মুনাজাৎ — (আন্তরিক) প্রার্থনা। আ. মুনাজাৎ। তুঃ তোহফা ঃ

নামাজ শেষে যেমত মাগয়ে মুনাজাৎ।
রোজা শেষে তেমত মাগিব জুড়ি হাত॥

মুনাফা — মুনফা দ্রঃ।

মুনাফিক, মুনাফেক — অবিশ্বাসী, ভণ্ড। আ. মুনাফিক্‌। তুঃ তোহফা ঃ

উঞ্চস্বর জিকির করিলে মুনাফেক।
কুকর্ম সে জিকির কবুল নহে এক॥

পুঃ জিঞ্জির ঃ

দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেকদের চুরি।
মসজিদে বসে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি॥

মুনাসিব — মোনাসেব দ্রঃ।

মুনিব — মনিব দ্রঃ।

মুফ্‌ৎ — অমনি, বিনামূল্যে। আ. মুফ্‌ৎ। তুঃ সতু বস্তির উপাখ্যানঃ ডাক্তার সাবও তো ডাক্তারি করে খায় — তাকে বার বার মুফ্‌তে ডাকতে বড়ে মিঞার সরম লাগে।

মুফ্‌তী — বিচারক, ধর্ম নির্দেশকারী, ফতুয়া দানকারী। আ. মুফ্‌তীঃ ফতুয়া দ্রঃ।

মুমিন — মোমিন দ্রঃ।

মুরক্কো — মরেক্কো দ্রঃ।

মুরগি — কুক্কুট (স্ত্রীলিঙ্গে)। ফা. মুর্ঘ (সং মৃগ — পাখি অর্থে ব্যবহৃত)। মোরগ দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ

বলে প্রাণ যায়, হায় হায়, কি বিপদ হৈল ;
কালু সেখের মা বলে, আমার মুরগি কোথা গেল।

মুরদ — মরদ দ্রঃ

মুরদ, মুরাদ, মোরাদ — ক্ষমতা, ইচ্ছা। আ. মুরাদ্‌। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ এক পয়সার মুরদ নেই, পাগড়ি বাঁধে তেড়া। পুঃ রবীন্দ্র, বাল্মীকি প্রতিভা ঃ

এই মরদের মুরদখানা, দেখেও কিরে ভড়কালি না,
বাহবা শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি।

অথবা, পূ. গীতিকা, ২য় ঃ

কি গান গাইব আমি কি মুরাদ আমার।
সভার জনাবে ছেলাম জানাই আমার ॥

আবার, আশাপূর্ণা, অভিনেত্রী ঃ তবু যদি — এক পয়সা আনবার মুরোদ থাকতো!

মুর্দফরাস, মুদ্দফরাশ — মুর্দা দ্রঃ।

মুর্দা, মোরদা, মুদ্দা, মুদ্দর — মৃত। ফা. মুর্দহ। -ফরাশ — মৃতব্যক্তির যে কবর দেয়, মৃতের তত্ত্বাবধায়ক। ফরাশ দ্রঃ। তুঃ রাজসিংহ ঃ মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া মোরদা বাহির করিয়া, চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে। পুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা

বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুচোঁ শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো। অথবা, চতুরঙ্গ ঃ পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ ? আবার, সা. বি. গোলাম ঃ সেই পোকাশুদ্ধ গতর নিয়ে নিমতলার ঘাটে মুদ্দোফরাসরা পুড়োবে একদিন, দেখিস তখন।

মুরব্বি, মুরুব্বি — অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক। আ. মুরব্‌বী। তুঃ আ. ঘ. দুলাল। তুমি প্রাচীন মুরব্বি লোকটা। পুঃ অপসরণ ঃ কিন্তু মুরব্বির জোর থাকলে সরস্বতীর কৃপাহীনরা লক্ষ্মীর বাহন হয়ে থাকে। অথবা, রবীন্দ্র, গোরা ঃ সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা স্বজাতি ও স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে।

মুর্‌শিদ, মুর্সিদ, মুসিদ — গুরুদেব। আ. মুর্‌শিদ্‌। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ কলমা যে খুসি পড়াক কিন্তু মুরশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়। পুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ

আকন্দ হাসন কাজি হইল আগোয়ান।
তালিপ মুরসিদে তার ধরিছে যোগান ॥

অথবা, ফ. মহাম্মদ, মানিক পীরের গীত ঃ

মুসিদ হইলে ভাই মানিকে দিবে ক্ষীর।
যেখানে সেখানে শেষে করিব জাহির ॥

মুরাদ — মুরদ দ্রঃ।

মুরিদ — শিষ্য। আ. মুরীদ্‌। তুঃ মনসা বিজয় ঃ কত শত মোল্লা চলে মুরিদ মক্কার।

মুরচা, মোরচা — দুর্গ, কেল্লা। ফা. মূর্‌চহ (-বন্দী) — পিপঁড়া (-ঢিপি)। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ

চৌদিকে সহর পনা দ্বারে চৌকী কত জনা
মুরুচা বুরুজ শিলাময়।

পুঃ মারুতির পুঁথি ঃ

উঠিয়াছে উচ্চ এক মূর্চা ভেদিয়া গগন,
যেখান হতে ভাস্কর ঠিক লক্ষ যোজন।

অথবা, ঢোঁ. চ. মানস ঃ এখানে আবার নতুন মোর্চাবন্দী করে তারা গালাগালির লড়াই আরম্ভ করে।

মুরুব্বি — মুরব্বি দ্রঃ।

মুল্‌ক — মুলুক দ্রঃ।

মুল্‌তবি, মুলতুবি — স্থগিত, সাময়িকভাবে বন্ধ। আ. মুল্‌তব্বী। তুঃ চতুরঙ্গ ঃ সভাভঙ্গ পর্যন্ত এটা মুল্‌তবি রাখিলে লোকসান ছিল না। পু. অবিশ্বাস্য ঃ তাই হয়তো তখন অন্তরের দ্বন্দ্ব মুলতুবী রেখে দেখতে হয় কর্মক্ষেত্রে মানুষ কি করে।

মুল্‌লুক — মুলুক দ্রঃ।

মুলাকাৎ — মোলাকাত দ্রঃ।

মুলাহিজা, মোলাহেজা — পরিদর্শন, পরীক্ষা। আ. মুলাহজহ। তুঃ বিষবৃক্ষ ঃ সূর্য্যমুখী নালিশী আরজি মোলাহেজা করিয়া বিহিত বিচার করিলেন।

মুলুক, মুল্‌লুক, মুল্‌ক — দেশ, রাজধানী। আ. মুল্‌ক্ বা ইহার বহুবচন মুলুক্। তুঃ চৈতন্য ভাগবত ঃ মুলুকের কাছে সে দৌলতপুর নাম। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল। অথবা. পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ

ঘাটওয়ালে দাঁড়ি-মাঝি ডাক দিয়া পুছ করে ঃ
কন মুল্লুকে আইলাম আমরা কন বা বন্দরে।

আবার, মানিক চন্দ্র রাজার গান ঃ

ব্রাহ্মণ সজ্জন বসিল সারি সারি ;
মুল্কর হিসাব দেয় বীরসিংহ ভাণ্ডারী।

মুশ্‌কিল, মুস্কিল — বিড়ম্বনা, বিপদ, কঠিন। আ. মুশ্‌কিল্। -আসান — বিপদ হইতে অব্যাহতি ঃ আসান দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ কী মুশকিল!

পুঃ পূ. গীতিকা, ২য় ঃ

আজাব মুস্‌কিলে আমি পড়িয়াছি বর।
সিতাবি যাইয়া তুমি এক কাম কর॥

অথবা, মো. খাতির, জহুরানামা ঃ

পড়েছি বিপদে বড় হও মেহের বান ;
মদদ ভেজিয়া কর মুস্কিল আছান।

আবার, জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ ভর সন্ধ্যেবেলা মুশ্‌কিল আসান আসে খিড়কির দরজায় চেরাগ হাতে, লম্বা দাড়ি, পিদিম জ্বলছে মিটমিট করে।

মুশরেক — মোশরেক দ্রঃ।

মুশাফ — মুসাফ দ্রঃ।

মুশায়েরা — কবি-সম্মিলন, উৎসব-বৈঠক। আ. মুশা'ইরহ। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ অর্থাৎ ফরাসী লিফ্‌ট্‌-বয় পর্যন্ত বিলেতের ডন জুয়ানকে প্রেমের মুশায়েরায় দুচারখানি মুলায়েম বয়েত শুনিয়ে দিতে পারে।

মস্‌ক, মুস্কি — সুগন্ধ, সুগন্ধযুক্ত। ফা. মুশ্‌ক্‌, -ঈ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ আর মুস্ক ও মুসব্বর মেশান ইরানী তামাকের খোস্‌বো বাড়ি মাৎ করচে।

মুস্কিল — মুশ্‌কিল দ্রঃ।

মুস্‌তাফি, মোস্তাফি — উপাধি বিশেষ, হিসাব পরীক্ষক। আ. মুস্‌তৌফি। তুঃ রবীন্দ্র, খাপছাড়া ঃ সন্ধ্যেবেলায় বন্ধু ঘরে জুটল চুপি চুপি গোপেন্দ্র মুস্তুফি।

মুসব্বর — সফ্‌রন (saffron) ফুলের নির্যাস। আ. মু'স্বফর্‌। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ আর মুস্ক ও মুসব্বর মেশান ইরাণী তামাকের খোসবো বাড়ি মাৎ করচে।

মুসম্মৎ, মুসমা — নামীয়, নামে, নির্ধারিত। আ. মুসম্মা ঃ তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তাহার জমা ডৌলে মুসমা ছিল। পুঃ সধবার একাদশী ঃ আমাদের কাছারিতে মেয়ের নামেতে মুসম্মৎ দেয়।

মুসলমাৎ — মুসলিম মহিলা। আ. মুস্‌লিম্ এবং অৎ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঃ মুস্‌লিম দ্রঃ। তুঃ মনসা বিজয় ঃ

ফকিরের মুসলমাত করাইব তায়।
শুনিয়া কুপিল অতি দেবী মনসায়॥

মুসলমান, মুচরমান, মুছলমান — ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আ. মুস্‌লিম্ এবং ফা. -অন্ — বহুবচনের চিহ্ন। তুঃ নজরুল, বুলবুল ঃ

কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিক ইস্‌লাম;
সত্যে সে চায়, আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।

পুঃ মনসা বিজয় ঃ

হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে যত মুছলমান।

অথবা, রবীন্দ্র, লোক সাহিত্য ঃ

ডুলকির ভিতর পাকা পান।
ছি, হিঁদুর সোয়ামি মোচরমান॥

আবার, শ্রীকান্ত, ১ম ঃ হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেড়িয়ে আসে, তার আবার ধর্মকর্ম।

মুসল্লম, মুছলাম — সমস্ত, আস্ত। আ. মুসল্লম্। তুঃ জলে ডাঙ্গায় ঃ তাতে দেখলুম, রয়েছে মুর্গী মুসল্লম, শিক কাবাব, শামী কাবাব আর গোটা পাঁচছয় অজানা জিনিষ।

মুসলিম, মোসলেম — মুসলমান দ্রঃ।

মুসা — মুসলিম পয়গম্বর (বা অবতার) বিশেষ। আ. মূসা। তুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ

ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হবে মা ধন্য, (ও মা) মিশে তার ভিতরে।

মুসাফ, মুশাফ, মুছাফ — পবিত্র কোরানের সঙ্কলন বিশেষ। আ. মুস্‌হাফ্। তুঃ বিজয়গুপ্ত, মনসা মঙ্গল ঃ

এড়িয়া দিব যদি নাকে দেও খত;
মুছাফের দিব্য কর মাথায় দিয়া হাত।

মুসাফের, মোছাফের — পরিব্রাজক, ভ্রমণকারী, অতিথি। আ. মুসাফির্। -খানা — অতিথিশালা। খানা দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ তুনিয়াদারি মুসাফিরি — সেরেফ আনা যানা। পুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ

যাইও আমার বাপের বাড়ীত হইও মোছাফির ;
মোরগের ছালন খাইবা, খাইবা দুধর ক্ষীর।

মুসাব্বর, মুসব্বর — ঘৃতকুমারী। আ. মুস্বব্বর্। তুঃ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ঃ বড় বৌয়ের চিকিৎসা সুরু হয়েছে — তিনি নাকি এই মুসব্বরের প্রলেপ দিয়ে অনেকের আঘাত পাওয়া ব্যথা আরোগ্য করেছেন।

মুসাবিদা — পাণ্ডুলিপি রচনা, খসড়া। আ. মুসব্বদহ। তুঃ নীলদর্পণ ঃ বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিধা করে দেয়।

মুসায়েব, মুসাহেব — মোসাহেব দ্র ঃ।

মুসিবৎ, মসিবৎ — দুঃখ, দুর্ভাগ্য। আ. মুসিবৎ। তুঃ সতুবস্তির উপাখ্যান ঃ তাইতে কলিমুদ্দিন বুঝতে পেরেছে কসুরের সঙ্গে মুসিব্বতের কোন তাল্লুক নেই।

মুহর — মোহর দ্রঃ।

মুহরির — মুহুরী দ্রঃ।

মুহসিল, মহসিল — (খাজনা-) আদায়কারী। আ. মুঃহস্বিল্। তুঃ কৃষ্ণরাম, কালিকা মঙ্গল ঃ

আদেশিল নরনাথে শতেক সোয়ার সাথে
কোটালের মহশীল জানি।

পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ নাহক আমার উপর খাসবরদার মহশীল দিয়া খামোখা জবরদস্তী করিয়া ৭৫০৲ লইলেন।

মুহুরী, মুহরির — লেখক, উকিলের সাহায্যকারী কর্মচারী। তুঃ মুহঃর্‌রির্। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে। পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ

আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহরির ॥

অথবা, মু. গু. জীবনচরিত ঃ ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশটাকার মুহুরিগিরি করিয়া ছিলেন।

মুহেম — মহিম দ্রঃ।

মেওয়া — ফল। ফা. মীব্‌আ। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ সবুরে মেওয়া ফলে। পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ

মাটি দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্রবলে ;
শিশুগণে তবে হস্তে দেয় তুলে।

মেক — পেরেক। ফা. মীখ্‌। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ শিরোমণি যে মেকটি মেরে দিয়েছেন।

মেকদার — সাদৃশ্য, তুলনা। আ. মিক্‌দার্‌ — পরিমাণ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ অবশ্য সত্য-মিথ্যের মেকদার যাচাইয়ের জন্য পাঠক জিম্মাদার।

মেকি — কৃত্রিম, নকল। আ. মুক্‌বী — সহায়ক বলদানকারী। তুঃ রবীন্দ্র, অরূপ রতন ঃ আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও। পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ

ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী :
হরে দরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি।

মেজ — টেবিল। ফা. মীজ্‌। -বান — অতিথিসেবক। বান দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ মেজ চাপড়িয়া বলিল।

মেজরাপ — মিজরাপ দ্রঃ।

মেজা — (ঘোড়ার পিঠে স্থিত জিনের) মধ্যভাগ। ফা. মীজ.হ। (তুঃ সং মধ্য <মাঝ)।

মেজাজ — স্বভাব, প্রকৃতি। আ. মিজাজ্‌। -মরজি — প্রকৃতি ও স্বভাব, মনের গতিবিধি ঃ মরজি দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ সুধা উজ্জয়িনীর মেজাজ জানত।

মেথর — পায়খানা পরিষ্কার করে যে, ঝাড়ুদার। ফা. মিহতর্‌ — মহত্তর (ব্যক্তি)। তুঃ অপসরণ ঃ বড়লাটের পায়খানার মেথর যে একজন ভাগ্যবান পুরুষ এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নাই।

মেদা — দুর্বল, ধীর। ফা. মাদহ ঃ মাদা দ্র ঃ।

মেস্তাই — পণ্ডিত, জড়ান। আ. মুন্তহা — পরিপূর্ণ ; মুস্তবী — মোড়ান। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ ঠক চাচার মাথায় মেস্তাই পাগড়ি — গায়ে পিরাহন।

মেন্নৎ — মেহনৎ দ্রঃ।

মেমদো — মামদো দ্রঃ ।

মেমান — মেহমান দ্রঃ।

মেয়াদ — মিয়াদ দ্রঃ।

মেরজাই, মিরজাই, মর্জাই — আমীরজাদা (ব্যবহার-) যোগ্য, (কোট), এক প্রকার ছোট জামা। ফা. মীরজাই ঃ মিরজা দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ গাজের মেরজাই গায়। পুঃ অ. দেবী, মধুমল্লী ঃ ইয়াসিন নিজের অঙ্গ হইতে দড়ি বাঁধা মিরজাই খুলিয়া রাখিয়া বিস্ময়ব্যাকুল নেত্রে নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছে। অথবা, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ

চৌগোঁফা মর্জাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল॥

মেরাজ ; মিরাজ — (পয়গম্বরের) উত্থান (বা আত্মোপলব্ধি)। আ. মি'রাজ।

মেরাপ, ম্যারাপ, মেহরাব — তাবু-আকৃতি প্রাসাদ, গোলাকার বেষ্টনী বিশেষ। আঃ মিঃহরাব্ — মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট উঁচু স্থান। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ পশ্চিম দিকে তরুলতার মেরাপ ছিল। পুঃ প· গীতি ও পূর্ববঙ্গ ঃ চার পাশ ছউনী উপরে বাঁধে ম্যারাপ। অথবা, অবিশ্বাস্য ঃ মর্মর মসজিদের মেহরাবে না-পাক শূয়রের খুন।

মেরামত — জীর্ণ-সংস্কার। -ই — ঐ কার্য। আ. মরম্মৎ। তুঃ অপসরণ ঃ মেরামত করলে ওর পরিসর বাড়বে। পুঃ শরৎচন্দ্র, লালুর পাঁঠাবলি ঃ লালু ছাতি মাথায় কয়েকজন কুলি মজুর নিয়ে রাস্তায় ছোট খাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। অথবা, ঢোঁ· চ· মানস ঃ তুই যে রাস্তা মেরামতির কাজ করবি, পাড়ার মহতো নায়েবদের জিজ্ঞাসা করেছিস ?

মেহনৎ, মেহন্নৎ, মেন্নৎ — পরিশ্রম, খাটুনি। আ. মিঃহনৎ। -আনা — পারিশ্রমিক ঃ আনা দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, বউ ঠাকুরাণীর হাট ঃ অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক না। অথবা, ঐ, বৈকুণ্ঠের খাতা ঃ কিন্তু দুই ভায়ের মাঝখানে পড়ে মেহন্নতটাও বড্ড বেশী হচ্ছে। পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ

বড় মেন্নৎ পাইয়া আইছি দেও একটু পানি।
পানির লাগিয়া মোর যায় যে পরানি ॥

আবার, রজনী ঃ সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে।

মেহমান, মেমান — অতিথি। ফা. মিহমান্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ২য় ঃ

পরবাসী মেমান যদি যায় তার ঘরে।
তারারে খাওয়ায় দেওয়ান অতি যতন কৈরে ॥

মেহরাব — মেরাপ দ্রঃ।

মেহের — প্রেম, দয়া। ফা. মিহর্‌ (সং মিহির)। -বান্‌ — দয়ালু, বন্ধুভাবাপন্ন। মেহেরবানি — দয়া, অনুগ্রহ। তুঃ বাউল গান (লালন) ঃ

আবার তারে মেহের করে,
আপনি লাগালে কিনারে।

পুঃ সৈ. হামজা, জৈগুনের পুঁথি ঃ

এহা সবাকার তরে যে কেহ মেহের করে,
আল্লা তালা ভাল করে তার।

অথবা, নজরুল, কাব্য-আমপারা ঃ মেহেরবান পাঠকবর্গের কেউ আমায় জানালে পরের সংস্করণে সানন্দে ঋণ স্বীকার করে তার সংশোধন করবো। আবার, পূ. গীতিকা, ২য় ঃ

সেই নিরঞ্জনের পায় পরথমে বন্দম,
মেহেরবানী করে আল্লা মুই বড় অধম।

মোআফিক — মাফিক দ্রঃ।

মোআফেল, মহফিল, মহাফিল, মফিল — ভোজসভা, সমিতি, আনন্দোৎসব। আ. মঃহফিল্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ গাওনা, বাজনা, হো হো, হাসিখুসী, আমোদপ্রমোদ, মোআফেল, কোহেল স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল। পুঃ ধূপছায়া ঃ আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটা শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মহফিল-শেষের তানপুরোর রেশের মত খানিকক্ষণ আকাশ-বাতাস জলস্থল রাঙিয়ে রাখে। অথবা, নজরুল, ঝিঙ্গির ঃ

হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল,
নওরোজের নও-মহফিল।

মোক্তা, মোক্‌থা — সম্মিলিত ভাবে ঃ বেলমোক্তা দ্রঃ। তুঃ ইসলামপ্রসঙ্গ ঃ তাই তদনুকূলে জীবন ও বুদ্ধির মোক্‌থা কতগুলি কথা স্বীকার করে তদনুযায়ী কর্মের ভিতর দিয়ে জীবনকে চালান।

মোক্তার, মুখ্‌তার — নিম্ন-আদালতের আইন-ব্যবসায়ী। আ. মুখ্‌তার্ — মনোনীত। -নামা — আম- মোক্তারনামা দ্রঃ। তুঃ ঘরে বাইরে ঃ নালিশের ঠিক মতো তদবির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েছে, এমন কি, মোক্তার আমাদের দলে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তাহার কেবল মোক্তারি বুদ্ধি ছিল — বুড়িতে চতুর কিন্তু কাহনে কানা। অথবা, নীলদর্পণ ঃ ওকেও মোক্তারনামা দেয়?

মোক্‌থা — মোক্তা দ্রঃ।

মোকদ্দমা — মকদ্দমা দ্রঃ।

মোকবুল — মকবুল দ্রঃ।

মোকর — মূল্য, দাম। আ. মুবক্কর্ — পূজ্য, সম্মানিত। তুঃ ভবানী দাস, ময়নামতীর গান ঃ

দেড় বুড়ি কৌড়ি ছিল কানী-ভুঞির কর।
চৌদ্দ বুড়ি কৌড়ি ছিল তঙ্কার মোকর॥

মোকররি — মকররি দ্রঃ।

মোকা, মক্‌কা, মওকা, মৌকা — সুযোগ অবস্থা। আ. মৌক্‌'অ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ ভাবে ঐ শালাই মোকা পেয়ে টাকাটা লোপাট মেরেছে। পুঃ কড়ি দিয়ে কিনলাম ঃ তুমিও রয়েছ, আর ক্ষিরিও রয়েছে, আমিও রয়েছি — এই মওকায় একটা পাকা কথা দিয়ে দাও দিকিনি — বিয়েটা কবে দেবে ?

মোকাদিম — প্রভু। আ. মখাদিম্‌ — মখ্‌দূম্‌ শব্দের বহু বচন। তুঃ বিপ্রদাস। মনসা বিজয় ঃ

নিবসে যবন জত তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম ॥

মোকাবিলা — মুকাবিলা দ্রঃ।

মোকাম — মকান দ্রঃ।

মোকুব — মকুব দ্রঃ ঃ

মোখ্‌তসর, মুখ্‌তাসর — সংক্ষিপ্ত। আ. মুখ্‌তস্বর্‌। তুঃ নজরুল, জিঞ্জির ঃ

কিসমিস-ছেঁচা আজ অধর,
আজিকে আলাপ 'মোখ্‌তসর্‌'।

মোখালেফ — মুখালিফ দ্রঃ।

মোগল, মোঙ্গল — মুগল দ্রঃ।

মোচং — মুখে বাজান বাঁশী। ফা. মুহ্‌ + চং ঃ চঙ্গ দ্রঃ।

মোছদী — মুৎসুদ্দি দ্রঃ।

মোছলেকা — মুচলেকা দ্রঃ।

মোছাফের — মুসাফের দ্রঃ।

মোছায়েব — মোসায়েব দ্রঃ।

মোজা, মজা, মোওজা, মৌজা — চরণাবরণ। ফা. মূজহ্‌। তুঃ যোগাযোগ ঃ ঘরের কোণে একটা ঝুড়িতে রেশম-পশম, টুকরা কাপড়, ছেঁড়া মোজা জমে ছিল। পুঃ ষষ্ঠীবর, মনসামঙ্গল ঃ

দোলায় চড়ি কাজি খসাইল মজা ;
সেইদিন জুমাবার পেগাম্বরি রোজা।

মোজা — মৌজা দ্রঃ।

মোজাহেম — মজাহিম দ্রঃ।

মোতফরেক্কা — মুতাফারেক্কা দ্রঃ।

মোতাইন — মোতায়েন দ্রঃ।

মোতাবেক — অনুযায়ী, অনুসারে। আ. মুৎাবিক্। তুঃ নীলদর্পণ : দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও। পুঃ ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য : …… মহারাজা সপ্তম এডওয়ার্ড বিগত ৬ই মে মোতাবেক ২৩শে বৈশাখ রাত্রে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন।

মোতায়েন, মোতাইন — নিযুক্ত, প্রেরিত। আ. মুত‍ঈন্। তুঃ অবিশ্বাস্য : পূর্ণিমাতে চুরির এলাকায় মোতায়েন করলে আধা ডজন পুলিশ, অমাবস্যায় তিনটে। পু. রবীন্দ্র, রাজাপ্রজা : কেবল পুলিশ মোতাইন করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তিস্থাপন করায় দুর্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোদ্দা — মুদ্দই দ্রঃ।

মোদ্দা — মুদ্দা দ্রঃ।

মোদাম, মুদাম — সর্বদা। আ. মুদাম। তুঃ রেজাউল্লা, কাছাছোল আম্বিয়া :

মোদাম দুনিয়ার কামে মশগুল হয়া।
নাহক সময় সব দেও গোঙাইয়া॥

মোনাসেব, মুনাসিব — উপযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত। আ. মুনাসিব্। না-মুনাসেব। দ্র :। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : বেতমিজ ও বজ্জাত হলে এলাজ দেওয়া মোনাসেব। পু : রাজসিংহ : না পারি, তবে আমার বাদশাহী না মোনাসেফ।

মোবারক, মবারক — পবিত্র; শুভ। আ. মুবারক্। তুঃ মো. খাতের, জঙ্গনামা :

বিবি শুদ্ধা আসিয়া যে খোসাল অন্তরে,
জিয়ারৎ করে যার মোবারক গোরে।

পুঃ রাজসিংহ : বলিল, 'খাঁ সাহেব মবারক সাহেব, মবারক'।

মোম — এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত দীপবর্তিকা। ফা. মূম্।
-জামা, মোমজমা — কবর আচ্ছাদন জন্য এক প্রকার কাপড়ঃ জমা ও জামা দ্রঃ। তুঃ পল্লী গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ ঃ

দক্ষিণ ধারেতে গিয়া তখন মোমের গন্ধ পায়;
সুতাপ্রমাণ হয়ে কালীনাগ ঘরে প্রবেশ হয়।

পুঃ বৃহৎ বঙ্গ, ২য়ঃ একটি কাঠের বাক্সে মোমজমার আবরণে সুরক্ষিত করিয়া তাহা বড় একটি শকটে উত্তোলিত করিল।

মোমিন, মমিন — বিশ্বাসী। আ. মূমিন্। তুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ তারপর শুনিয়া রাখ যত মমিনগণ। কালিদাসের নাম রাখে দেওয়ান সুলেমান॥
পুঃ তোহফা ঃ

স্বর্গপুরে সুখশেষে প্রভু দরশন।
পাইবা মুমীন সবে হরষিত মন॥

মোরগ — কুক্কুট (পুং)। ফা. মুর্ঘ (সং মৃগ > ময়ূর)। মুরগি দ্রঃ। তুঃ জামাই বারিকঃ দুর্গার ছাওয়াল কার্তিক রে ভাই মোরগ চেপে যায়।
আর পুজোপালির বাঞ্ছা বিবির ছাওয়াল করে দেয়॥

মোরচা — মুরুচা দ্র ঃ

মোরছা, মোরসা — অলঙ্কৃত, মনিমুক্তাবৃত। আ. মুরস্‌স্ব'অ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।

মোরদা — মুর্দা দ্র ঃ

মোরব্বা — সংরক্ষিত (দ্রব্য), চিনির রসে ভিজান সংরক্ষিত ফল আ. মুরব্‌বা — সংরক্ষিত। তুঃ রবীন্দ্র, ছড়ার ছবি ঃ

সঙ্গে ছিল খুড়ি,
মোরব্বা বানাবার কাজে ছিল না তাঁর জুড়ি।

মোরসা — মোরছা দ্র ঃ।

মোরাদ—মুরাদ দ্র ঃ।

মোল্লা — পণ্ডিত ব্যক্তি। আ. মুল্লা। -কি — পণ্ডিতের ভাব, পণ্ডিতম্মন্য ফা.

-গী। তুঃ বিজয়গুপ্ত, মনসা মঙ্গল ঃ

কাছা খুসিয়া মুল্লা ফরমায় অনেক
জপ সাঙ্গ করি মোল্লা মারয়ে মোরগ।

পুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ কালো কোট পড়ে থানায় হাজিরা দেয় সে লাল মোল্লাকি টুপি, তপনের চেকনাই চমকে ওঠে রোদ-ভরা মাঠ পার হতে গেলে।

মোল্লানা — মৌলানা দ্র ঃ।

মোলাকাত, মুলাকাৎ — সাক্ষাৎ, মিলন। আ. মুলাকাৎ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মুই খালাস হয়ে তোমার সাত মোলাকাত করবো।

মোলায়েম, মোলাম, মলাম — ভদ্র, নম্র। আ. মুলায়িম্। তুঃ অপসরণ ঃ অত্যন্ত মোলায়েম স্বর। পুঃ ক্ষেমানন্দ, মনসা মঙ্গল ঃ এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দ বিশেষ। হাঁড়ি ভর‍্যা নিল সাধু মলাম সন্দেস॥ অথবা, তারাশঙ্কর, মাটি ঃ সে যে কি মোল্লাম — কি ঠাণ্ডা — সে তুমি বুঝবে না বাবুজী!

মোলাহেজা — মুলাহিজা দ্র ঃ।

মোশরেক, মুশরেক — বহু দেবতার উপাসক, প্রতিমা পূজারী। আ. মুশ্‌রিক্ তুঃ বাউল গান্ (রশীদ) ঃ

ভূত-পূজা মোশরেক করে,
মেটে ভূত পূজে মরে।

মোশাল — মশাল দ্র ঃ।

মোস্তাফি — মুস্তাফি দ্র ঃ।

মোস্লেম — মুস্লিম দ্র ঃ।

মোসাহেব, মোছায়েব — চাটুকার, (রাজা বা রাজদূতের) সহকারী। আ. মুস্বাহিব্। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি। মুশায়েব বসিয়া সকল বরাবর॥ পুঃ কমলাকান্তের দপ্তর ঃ শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা, কেহ মুছায়েব, কেহ কেবল আশীর্বাদক। অথবা, ঐ ঃ পাশে আমি মোসায়েব ধরনে বসিয়া আছি।

মোহর, মুহর — স্বর্ণমুদ্রা, মুদ্রা, শীলমোহর বা ছাপ। ফা. মুহর্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ বহু পণ্ডিত আইল বাসন্তীনগর।
রূপার কলসী পাইল দক্ষিণা মোহর॥

পুঃ পদামৃতমাধুরী (গোবিন্দ দাস)ঃ
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি,
মুহরি রাখলি কত বেরি।

মোহরৎ, মহরৎ — শুভানুষ্ঠান। আ. মহলৎ — অবসর, বিশ্রাম-আনন্দ। তুঃ নব বর্ষের চিঠির পাঠঃ আগামী ... ১লা বৈশাখ ... আমাদের শুভ নূতন খাতা মহরৎ হইবে।

মৌকা — মোকা দ্রঃ।

মৌজ — কলা। কলার ভিতরকার অংশ বা মৌজ। আ. মৌজ্. — কলা। যেমন কলার মৌজ।

মৌজ, মৌজা — তরঙ্গ, উল্লাস। আ. মৌজ্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ দরিয়ায় বড় মৌজ হইয়াছে। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ আর সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের দল ভিজে কাকের মত ঢুকতেই চিৎকার করে সবাই অভিনন্দন জানাল। অথবা, লালন-গীতিকা ঃ
বিনে হাওয়ায় মৌজা খেলে
ত্রিদণ্ড ত্রিশ পলে
তাহে ডুবে রত্ন তুলে
রসিক মহাশয়।

মৌজা, মোজা — বাসস্থান, গ্রাম। আ. মৌজ্অ'। তুঃ তারাশঙ্কর, ব্যাঘ্রচর্ম ঃ সম্প্রতি হেমাঙ্গবাবু একখানি নূতন মোজা খরিদ করিয়াছেন।

মৌজা — মোজা দ্রঃ।

মৌৎ, মওত, মউতি — মৃত্যু। আ. মোৎ। মৌতা -মৃত। আ. মৌতহ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মোদের মৌতের বাকি কি? মোরা মেমদো হয়ে আছি। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ মওতের পরে হবে আখেরের ইন্‌ছাপ। অথবা,

তোহ্‌ফা : এক সিকি দান কৈলে মৌতার লাগি। হেমতঙ্কা দানসম হএ পুণ্যভাগী॥ আবার, ক. ক. চণ্ডী :

বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি।
ক্ষিতিতলে উতপতি ক্ষিতিতলে মৌতি॥

মৌতাত — মাদকদ্রব্যের নেশা। আ. মু'তাদ্ — অভ্যস্ত ; বা মৌতাদ্ — পরিমাণ, অনুপান। তুঃ কমলাকান্তের দপ্তর : এবং ইহকালে মৌতাতবৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। পুঃ হু. পঁ্যা. নক্‌শা পাড়ার মৌতাতী বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

মৌরসি — উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, বংশগত। আ. মৌরছী। তুঃ ঘরে বাইরে : যে-বিঘে কয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ী আছে সেটাতে অনেক দিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে।

মৌলবি, মৌলুবী — (মুসলিম) পণ্ডিত বা শিক্ষক। আ. মৌলবী। তুঃ বেলশেষের গান :

বাহুবলের মদের মাতাল কোথায় গেছে সরিৎ বাহি?
মৌলবীরা হয়ত জানেন, — পরলোকের পরম কোন গারদে।

পুঃ সামসুদ্দিন সিদ্দিকি, ভাবলাভ :

তাঁহারা মৌলুবি হয়ে ভবভাব তেয়াগিয়ে
প্রভুভাবে ভাবি হৈল তাঁরা।

মৌলা, মওলা — প্রভু, পণ্ডিত বা মান্যব্যক্তি। আ. মৌলা — প্রভু। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ :

জলস্থল একাকার কৈল মাউলাজি।
ঢলর পানিত ডুবি মৈল যত নায়ের মাঝি॥

পুঃ বাউল গান (লালন) :

থাকতে হাওয়া হাওয়াখানা
মওলা বলে ডাক রসনা।

মৌলানা, মলানা, মোল্লানা, মওলানা — পণ্ডিত ব্যক্তি, ধর্মগুরু। আ. মৌলানা— আমাদের প্রভু। তুঃ হরিরাম, চণ্ডীকাব্য :

বকরি জবাই করি কড়ি পায় ছয় বুড়ি,
মোল্লানার হরিষ অন্তর।

পুঃ শূন্য-পুরাণ ঃ

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হৈলা সেক
পুরন্দর হইলা মল্লানা।

মৌসিম — মরস্থম দ্রঃ।

মৌসুফ, মশুব — উল্লিখিত, বর্ণিত। আ. মৌস্বূফ্। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ দেওয়ান মশুবের কি তকসির ও আপনে ঐ তকসিরের কি তজবিজ করিয়াছেন তাহার খোলাসা কিছু লিখেন নাই।

মৌস্থম — মরস্থম দ্রঃ।

ম্যারাপ — মেরাপ দ্রঃ।

ম্রজাই — মেরজাই দ্রঃ।

॥ র ॥

রই — রায় দ্রঃ।

রইস — রেইস দ্রঃ।

রওনা, রওয়ানা — যাত্রা, পাঠান। ফা. রবান্ — যাত্রা (তুঃ উর্দু রওনা); রবানহ — পাঠান। তুঃ সীতারাম ঃ ঐ সৈন্য রাত্রিতে রওয়ানা করিয়া নদীতীর হইতে কিছু দূরে বনজঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে ভাল হয়।

রওব — রোয়াব দ্রঃ।

রওয়ানা — রওনা দ্রঃ।

রং — রঙ্গ দ্রঃ।

রক — রোয়াক দ্রঃ।

রকবা — আয়তন, কালি। যেমন, রকবা কসৎ (অর্থাৎ আয়তনের পরিমাপ) আ. রক্বহ এবং ফা. কশীদ্।

রকম — প্রকার, পরিমাণ, রীতি। আ. রক্‌ম্ — লেখা, আকৃতি। — আরি -ওয়ারি — প্রকারভেদ। ফা. -বার্। তুঃ কলকেতার হাটহদ্দঃ রকমারি দরমা ঢাকা বারাণ্ডারা যেন বরকামান কামিয়ে ও মুখতেলা করে বেরিয়েছে। তুলনীয়ঃ রকম-সকম — হাবভাব, অঙ্গভঙ্গি (ফা. রক্‌মে-শিকন্ — ফারসী লেখার পদ্ধতি বিশেষ)।

রগ — শিরা। ফা. রগ্। যেমন, রগচটা লোক।

রঙ্গ, রং — বর্ণ। ফা. রন্‌গ্ (তুঃ সং রঙ্গ)। -ইন্, -ইনা — রঞ্জিত। ফা. -ইন্। -বেরঙ্ — নানা বর্ণের ঃ বেরঙ দ্রঃ। তুঃ চৈ. ভাগবত, অন্ত্য ঃ

আর একখানি বস্ত্র রঙ্গিন সুন্দর।
দু-ই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥

পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ

রঙ্গিনা আটচালা ঘর তাও বেচ্যা খাইল।
একখানি ঘর মাত্র বাড়ীতে রহিল॥

অথবা, বাউল গান (৩৯৬ নং) ঃ

এ রঙ বেরঙের আলো জ্বলছে ভালো,
অখণ্ড মণ্ডলাকারে।

—মহল — আনন্দধাম, খেলাঘর। মহল দ্রঃ।

—রেজ — চিত্রকর। ফা. রীজ.। তুলনীয়ঃ ইংরেজ বাজার — মালদহের একটি প্রসিদ্ধ স্থান (মূলে ইহা চিত্রকরদের বাসস্থান ছিল)। অথবা, রবীন্দ্র পুনশ্চ (রঙ রেজিনী) ঃ শঙ্কর এলো রঙ রেজির ঘরে।

রজু — রুজু দ্রঃ।

রদ, রদি, রদ্দি — প্রতিবাদ, বাতিল। আ. রদ্ বা রদ্দী -বাতিল. নষ্ট। তুঃ যোগাযোগ ঃ এবারকার মত শ্যামার দণ্ড রদ হল। পুঃ তারাশঙ্কর, ময়দানব ঃ নতুন জিনিষ এল, পুরানো রদ্দিগুলা ছাড়ায়ে ফেললাম। অথবা, কমলাকান্তের দপ্তর ঃ সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য — খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদিমাল পাচার করিবে।

রপ্ত — অভ্যস্ত, অভ্যাস, অধিকার। আ· রব্‌ত্‌ — সম্বন্ধ, বন্ধন, অভ্যাস। -এরপ্তে — ক্রম অভ্যাস সহকারে। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ নৌকা-বাচের আইন-কানুন সোমের কাছ থেকে তিন মিনিটে রপ্ত করে বন্দুক কাঁধে করে উঠলো মোটর বোটে। পুঃ হু· প্যাঁ· নক্‌শা ঃ ছেলেরা গাজন তলাই বাড়ি করে তুলেছে ; আহার নাই নিদ্রা নাই ; ঢাকের পেছনে পেছনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে।

রপ্তানী, রফ্‌তানী — বিদেশে চালান। ফা· রফ্‌তনী — যাওয়ার উপযুক্ত ঃ আমদানী দ্রঃ। তুঃ বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ ঃ এ সম্প্রদায়ের লোক বুঝেন না যে, দেশে অকুলান থাকলেও বিদেশে জিনিস রপ্তানী হইতে পারে।

রফা — নিষ্পত্তি, মীমাংসা, দূরীকরণ। আ. রফ্‌'অ। -নামা — চুক্তিপত্র ঃ নামা দ্রঃ। দফারফা — অবস্থার চূড়ান্ত ঃ দফা দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি ঃ পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। পুঃ আ· ঘ. দুলাল ঃ তাঁহার জাদুতে যিনি পড়েন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়।

রফাহিয়ৎ — কল্যাণ, আরাম। আ· রফাহিয়ৎ। তুঃ প্রা· বা· পত্র সঙ্কলন ঃ দেওান মজকুর আমার সরকারের কদিম চাকর এবং অনেক কার্যের বেহতরি ও রফাহিয়ৎ করিয়াছে ও করিতেছে।

রব — প্রভু, ভগবান। -বানা — আমাদের প্রভু, ভগবান। আ· রব্ব্‌ — পরম-পালনকর্তা ; আনা — আমাদের। তুঃ গরীবুল্লা, ইউসুফ জেলেখা ঃ

কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি।
সবাকারে সেলামতে রাখিবে রব্বানি ॥

পুঃ লালন গীতিকা ঃ

আত্মতত্ত্বে ফাজিল যে জনা,
জানতে পায় সে নিগূঢ় কারখানা,
হল রছুল রূপে প্রকাশ রব্বানা।

রবাব — তারযন্ত্র বিশেষ, rebeck. ফা· রবাব্‌। তুঃ রূপরাম ধর্মমঙ্গল ঃ

গোপীনী সকল নাচে বাজায় রবাব।
কৃষ্ণ দেখি নাচিতে নাচিতে হয় ভাব।

রমজান — আরবী বা মুসলিম মাসের নাম ; অথবা, ঐ মাসের উৎসব বা উপবাস।
আ. রম্জ্বান্।

রল্লা — পদক্ষেপ, সারিবদ্ধ। আ. রঃহলহ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্শা ঃ টুঙ্গুনাংটাং ২ করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, লোকেরা রল্লা করে গাড়ি চড়তে লাগলো।

রশন — রৌশন দ্রঃ।

রসদ — (খাদ্য-) যোগান। ফা. রসদ্। তুঃ সৈ. হামজা, হাতেম তাইর কেচ্ছা ঃ

যে মোরে করার দিল পুথিখানা লেখাইল
কালি কলম আর রসদ দিয়া।

পুঃ চন্দ্রশেখর ঃ যেখানে দেখিব, ইংরেজের রসদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানেই রসদ লুঠ করিব। অথবা, রবীন্দ্র, প্রসঙ্গ কথা (দেশের কথা) ঃ তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরেজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল।

রসম — নিয়ম, প্রথা। আ. রস্ম্। রসুম দ্রঃ। তুঃ ঢোঁ. চ. মানস ঃ হাজার হলেও পচ্ছিমের মেয়ে, ওদের রসম রেওয়াজ আলাদা, সংস্কার ভাল।

রসলদার — অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষ। ফা. রিসাল্দার। রিসালা দ্রঃ।

রসুন — রৌশন দ্রঃ।

রসুম - আইন-কানুন, মাশুল, নিয়মাদি জনিত দেয় টাকা, custom-fees. আ. রসূম্ ঃ রস্ম্ শব্দের বহুবচন ; রসম দ্রঃ।

রসুল — পয়গম্বর, (ভগবৎ-) সংবাদ-বাহক। আ. রসূল্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ

প্রথমে আল্লার নাম দ্বিতীয় রসুল।
উম্মদে করিলে গুনা নবী ব্যাকুল।

পুঃ মনসা বিজয় ঃ

কেহ বা প্রাণের ভয় কর জোড় করি রয়
কেহ বলে রসুল খোদায়।

রহম, রহমত — দয়া, অনুগ্রহ। আ. রঃহম্, রঃহমৎ। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ
"রহমান খোদা!" বললো রজব আলি। "কি রহম দেখলা?" —

রহমান — (পরম-) দয়ালু। আ. রঃহমান্‌। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ খোদা রহমান, আমার জন্যি কি কমিটির সেক্রেটারি নাজেল-মঞ্জুর করবা না?

রহিম — (পরম-) দয়ালু। আ. রঃহীম্‌। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ

রাম-রহিম কালী, ভেদ করলেই ম'লি।

পুঃ রাজসিংহ ঃ আল্লা রহিম! তুমি কেন ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলে?

রহিস — রেইস দ্রঃ

রাইয়ৎ — রায়ত দ্রঃ।

রঁাদা — রেন্দা দ্রঃ।

রাজি — সন্তুষ্ট, সম্মত। আ. রাজ্বী — সন্তোষ। -নামা — সম্মতিজ্ঞাপক চুক্তিপত্র। নামা দ্রঃ। গররাজি — অনিচ্ছা, অসম্মতি ঃ গর দ্রঃ। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ

কেহ কহে আজি ওকে কর্যে রাজী।
শেষে দিয়া রাজী না দিব ছেড়ে॥

পুঃ যোগাযোগ ঃ ঠাকুরুণ, রাজিনামা লিখে-পড়ে দিচ্ছি, যখন খুশি ঠকিয়ো। অথবা, অপসরণ ঃ হয়তো বিয়ের আগে সবতাতেই রাজি হবে, কিন্তু বিয়ের পরে একে একে গররাজি।

রাতিব — দৈনন্দিন খাদ্যের পরিমাণ। আ. রাতিব্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তাহাদিগের রাতিব টানাটানির জন্য প্রায় বন্ধ।

রান — (ছাগ প্রভৃতির) জঙ্ঘা বা উরুদেশ। ফা. রান্‌।

রানা — প্রাসাদ বা প্রস্তর নির্মিত ঘাটের সম্মুখবর্তী মনোহর স্থান বিশেষ। আ. র'নহ — মনোহর, সুন্দর। তুঃ ইন্দিরা ঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘাটের রানায় বসিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন, দেখিলাম।

রায়, রই — রাজা, উপাধি বিশেষ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ফা. রায় (সং রাজ)। তুঃ কাশীরাম, মহাভারত ঃ

কহিল বিনয় করি যুধিষ্ঠির রায়॥
সেই সকল কথা কহিতে তোমায়॥

পুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ রই-রইস না হতে পারে কিন্তু অযোধ্যার খানদানি ঘর।

রায় — অভিমত, যেমন বিচারের রায়। আ. রাই। -বর, -বার — রাজাদেশ বাহক। ফা. বর্ — বাহক অর্থে বুর্দন (বা বহন করা) ক্রিয়ার কর্তৃবাচক বিশেষ্য। তুঃ আ. ঘ. ছুলালঃ সেরেস্তাদারের যে রায়, সাহেবেরও সেই রায়। পুঃ মাধবাচার্য, চণ্ডীকাব্যঃ

দেবীবর বলে শুন আমার উত্তর।
রায়বর চলি যাও বীরের গোচর॥

অথবা, ঐ

মহাবীরের স্থানে এক পাঠাও রায়বার।
বুঝিবারে বীরের কেমন ব্যবহার॥

আবার কৃত্তিবাস, রামায়ণঃ

রায়বার পড়ে ভাট বেদ সে ব্রাহ্মণ।
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ॥

রায়ৎ, রাইয়ত, রেয়েত — প্রজা, চাষী। আ. র'ঈয়ৎ। তুঃ মা. চ. রাজার গানঃ

ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ৎ ভাই।
প্রধানের বরাবর সবে চল যাই॥

পুঃ ময়নামতীর গানঃ সেই যে রাজার রাইঅত প্রজা দুষ্খু নাহি পাএ। অথবা, কুলীনকুলসর্বস্বঃ আমি রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই।

রায়রায়ান — রাজশ্রেষ্ঠ, উপাধি বিশেষ। ফা. রায়ে-রায়ান্। তুঃ অন্নদামঙ্গলঃ সুজার্খা নবাবসুত সরফরাজ খাঁ। দেয়ান আলম চন্দ্র রায় রায়রায়াঁ॥ পুঃ সা. বি. গোলামঃ তাই এলেন রায়রায়ান রাজবল্লভ বাহাদুর সুতানুটীতে।

রাস্তা — পথ। ফ. রাস্তহ। তুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ১মঃ লাল সুরকির রাস্তা।

রাহা — পথ বা পাথেয়। ফা. রাহ। -খরচ — পাথেয় ব্যয়ঃ খরচ দ্রঃ। -জান — ডাকাত, (পথে) লুণ্ঠনকারী। ফা. রাহ-জন্। -জানি — ডাকাতি। ফা. -জনী। -দারী — মাশুল, (বিদেশে যাইবার) অনুমতিপত্র, pass port. ফা. -দরী। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গলঃ

দুলাই কাণ্ডারী বলে রাজা বিদ্যমান।
বস্তু রাহা করি রাজা কর অবধান॥

পুঃ মহানিশা ঃ নগদ টাকা যে কটি ছিল, রাহাখরচ, বাড়ীর একমাসের অগ্রিম ভাড়া প্রভৃতিতেই ফুরাইয়া গিয়াছে। অথবা, রাজসিংহ ঃ তখন কি বলিবে যে আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? আবার, প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ মেহেরবানগী করিয়া একখানি রাহাদারি পরওনা দিলে আমি জাইতে পারি।

রাহি, রাহী — পথিক। ফা. রাহী। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ এ সকল লিখাইয়া লইয়া বেহার রাহি হইলেন। পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ পথে রাহীকে শুধালে অমুক কত দূর ভাই ?

রাহিন — প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বন্দকী। আ. রহীন্‌ দ্রঃ।

রাহী — রাহি দ্রঃ।

রিকাব, রেকাব — ছোটথালা, পাত্র। ফা. রিকাব্‌। তুঃ মহানিশা ঃ সেগুলি কাটিয়া একটা রিকাবে রাখিতেছে। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ

শশা কলা নয় লো দূতী, আলো দূতী রেকাবী ভরিয়া।
পরাণ বন্ধুর আগে দিতাম পাঠাইয়ারে। — আমি নারী।

রিজওয়ান, রিজবান — মালী। আ. রিজ্‌বান্‌ — স্বর্গের দ্বাররক্ষক। তুঃ নজরুল জিঞ্জির ঃ

বরষের পর আসিলে ঈদ্‌!
ভুখারীর দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের
সাকীরে জামের দিলে তাগিদ্‌!

রিপু, রিফু — ছিন্ন বস্ত্রাদি মেরামত। ভা. রফু। তুঃ অনুরূপা, অযাচিত ঃ কল্যাণী একটু বেদনার সহিত কাপড়ের রিপু করা বন্ধ করিয়া বলিল —। পুঃ রবীন্দ্র, গোড়ায় গলদ ঃ কিন্তু এতখানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ছে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না।

রিয়াইত — রেয়াৎ দ্রঃ।

রিয়াসৎ — রাজত্ব, গবর্ণমেন্ট। আ. রিয়াসৎ। তুঃ মরুতীর্থ হিংলাজ ঃ লাসবেলা

(করাচীর নিকটবর্তী) রিয়াসতের সর্বত্র এখন ইনি "কোট্‌রী পীর" বলে বিখ্যাত।

রিশ — রেশ দ্রঃ।

রিসালা, রেসালা, রেশালা — অশ্বারোহী সৈন্যদল। আ. রিসালহ ঃ রসলদার দ্রঃ। তুঃ কল্‌কেতার হাইহদ্দ ঃ আলবোলার শব্দ, নকিবের ফুৎকার ও রেসালার কলরবে প্রদর্শনস্থল যেন মেতে উঠেচে। পুঃ রাজসিংহ ঃ অবধারিত দিবসে রাণার আজ্ঞালিপি ও পত্র পাইয়া, নির্ম্মলকুমারী সমভিব্যাহারে, দাসদাসী, লোকজন, হাতীঘোড়া, উট-বলদ, শকট, এককা, দোলা, রেশালা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বড় ঘটার সহিত মানিকলাল যাত্রা করিলেন।

রু — মুখ। -বরু — মুখামুখি, সামনাসামনি। ফা. রূ, বরূ। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন ঃ আমী চৌধরিকে রোবরো কহিআছি।

রুখ, রোক — মুখ। ফা. রুখ্। -আ — অভিমুখ, সম্মুখীন। যেমন এক রুখা — একগুঁয়ে। তুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে ঃ দেখতে দেখতে সব-কয়টা কাবুলি উঠল রুখে। পুঃ নজরুল ঃ নীলিম-প্রিয়ার নীলা গুল-রুখা নাজুক নেকাবে ঢাকা। অথবা, রামচন্দ্র, শিবায়ন ঃ

লিঙ্গের তেজেতে হৈল ব্রহ্মাণ্ড আলোক।
দেখিতে পাইলা হুঁহে ব্রহ্মাণ্ডের রোক॥

রুজি — রোজ দ্রঃ;

রুজু, রজু — সূচনা, আরম্ভ, আলোচনা, পুনরালোচনা। আ. রজু্‌ʼ। তুঃ অপসরণ ঃ যেদিন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয়, সেদিন তারাপদের মনে জুজুর ভয়। পুঃ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ঃ

তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুতে আন কড়ি :
রজু দিয়া পাঠাইব গুয়া পাইবা বাড়ী।

অথবা, উ. আলী, হকিকতে মারিফত ঃ

রাধা কেবা কানু কেবা চিনিবারে চাও :
তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী যাও॥

রুবকার, রোবকার — নির্দেশ। -ই—বিচারের কার্য-বিবরণী। ফা. রুব্‌কার্‌, -ঈ। তুঃ মু. গু. জীবনচরিত ঃ মুচিরাম ডেপুটি হইয়া প্রথম রুবকারী দস্তখত কালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে —। পুঃ ত্রিপুরায় বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য ঃ রাজকীয় ঘোষণার নাম ছিল রোবকারী।

রুবাইত — রোবায়েত দ্রঃ।

রুমাল — রোমাল দ্রঃ।

রুয়েদাদ — রোয়েদাদ দ্রঃ।

রুহ, রুহু — আত্মা, প্রাণ। আ. রূঃহ। তুঃ জিঞ্জির ঃ

এস্‌ম্‌-আজম তাবিজের মত আজো তব রুহপাক—
তাদের ঘিরিয়া আছে কি তেমনি বেদনায় নির্বাক?

রূপস, রূপোস — লুকায়িত, অনুপস্থিত। ফা. রূপূশ্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তোমার মতিলালও আপন বুদ্ধিদোষে রূপস হইলেন। পুঃ রজনী ঃ কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিসে টানাটানি আরম্ভ করিল — ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইলেন।

রেইস, রইস, রহিস — প্রধান বা মান্য ব্যক্তি। আ. রঈস্‌। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ রই-রইস না হতে পারে, কিন্তু অযোধ্যার খানদানি ঘর। পুঃ প্রেমাঙ্কুর, বাণ ঃ এরাই এ যুগের বড়লোক অর্থাৎ রহিস।

রেউ বা রেবন চিনি — চীনদেশীয় এক প্রকার গাছের শুকনা মূল; Rhubarb ফা. রীব্‌ন্দে-চীনী।

রেওয়া — আইনসঙ্গত, উপযুক্ত। ফা. রবা। বে-রেওয়া দ্রঃ।

রেওয়াজ, রেয়াজ — রীতি, ধারা, চলন। আ. রিবাজ্‌। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ জর্মনিতে লাল লঙ্কার রেওয়াজ নাই। পুঃ ইন্দিরা ঃ তবু কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে। অথবা, গড়-শ্রীখণ্ড ঃ সুশিক্ষার সুযোগ এবং রেয়াজ করার অবসর থাকলে সুরুচিসম্পন্ন মনের পক্ষে একটি রাগিণীকে মূর্ত করে তোলা কঠিন নয়।

রেকাব — রিকাব দ্রঃ।

রেজকি, -গি — খুচরা (মুদ্রা)। ফা. রীজ্‌গী — অংশ, টুকরা বিশেষ। রেজা দ্রঃ। তুঃ বেলাশেষের গান :

দোকানী যে রেজকী কুড়ায় না ক তুলে রাজ-কায়দা করে,
তারেও কি রাজভক্তি দেব? রাখব কি ধন রাজার তরে?

পুঃ গড়-শ্রীখণ্ড : কোমরের গেঁজে খুলে বার করে খুচরো পয়সা রেজগিতে গুণে দেখলো পাঁচ টাকা জমেছে।

রেজা — অংশ বিশেষ, টুকরা (কারুকার্য) বিশেষ। ফা. রীজ.হ : রেজকি দ্রঃ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী :

খেলে পাইক বাঙ্গালী খাণ্ডা ফণা বিজুলী
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।

রেজাই — এক প্রকার পোষাক। ফা. রজ্জাই। তুঃ যোগাযোগ : যেন শীত-কালের বহু ব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো।

রেণ্ডা, রেন্দা, র‍্যাঁদা — কাঠ সমান করিবার যন্ত্র বিশেষ। ফা. রন্দহ। তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত : নদীর ধারের পলিমাটির তৈরী ইট — পগমিলে মাটি তৈরী হয়েছে, বাক্স ফর্মায় ছ'খানি পিঠ একেবারে যেন র‍্যাঁদা করা কাঠের মত সমান। পুঃ নজরুল, ঝিঙ্গে ফুল :

ওর নাকটাকে কে করলো খাঁদা র‍্যাঁধা বুলিয়ে?
চায়্‌চিকে-ছা বসে যেন ন্যাজুর ঝুলিয়ে!

রেবন চিনি — রেউ দ্রঃ।

রেয়াইত — রেয়াৎ দ্রঃ।

রেয়াজ — রেওয়াজ দ্রঃ।

রেয়াৎ, রেয়াইত, রিয়াইত — শ্রদ্ধা, মনোযোগ, নিষ্কৃতি বা রেহাই। আ. রি'আয়ৎ : রেহাই দ্রঃ। খাতির-রেয়াৎ — খাতির দ্রঃ। তুঃ আ.

ঘ. দুলাল ঃ আমি কাহাকেও রেয়াৎ করি না — যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি। পুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর। রেয়াতি করিস বেটা ওকি বাপ তোর॥ অথবা, মৈ. গীতিকা ঃ

লজ্জা পাইয়া রত্নেশ্বর সভা ছাইড়া যায়;
ভগ্নীর পায়ে পাইড়া ক্ষমা রিয়াইত চায়।

রেয়েত — রায়ত দ্রঃ।

রেশ, রেষ, রিশ — হিংসা, শত্রুতা, ঈর্ষা। ফা. রীশ্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ বিষে ভরা সারা পেট রিশে ভরা হিয়া। কন কেহ না করিল এ নারীরে বিয়া॥ পুঃ বা. প্রবাদ ঃ কাঠ কাটে কুড়্‌লিয়া, হালিয়ার রীষ। অথবা, রবীন্দ্র, গৃহপ্রবেশ ঃ এটা জেনেছি যে, বউয়ের উপর শাশুরির যে একটা স্বাভাবিক রীষ থাকে, ঘোর বিপদের দিনেও সে যেন মরতে চায় না।

রেশম, রেসম — কৌষের সূত্র, সিল্ক। ফা. রীশম্‌। -ই, রেশ্‌মি—সিল্কজাত। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ হাতে আতরে ভূরভুরে রেশমের হাত-রুমাল পুঃ লীলাবতী ঃ তার পায় কালো রেশমি মোজা ছিল।

রেষ — রেশ দ্রঃ।

রেস্ত — সম্বন্ধ, সুযোগ। ফা. রিশ্‌তহ। -দার — সম্বন্ধযুক্ত, আত্মীয়। ফা. দার্‌ ঃ দার দ্র ঃ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালের লাঠি হাতে করে কানা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর' বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। পু. স. ভাদুরী, অপরিচিতা ঃ ভালো হোটেলে খাওয়ার রেস্ত কোথায় পাব।

রেসালা — রিসালা দ্র ঃ।

রেহন, রেহান, রেহেন — প্রতিজ্ঞা, চুক্তি (বা চুক্তিবদ্ধ)। আ. রহন্‌ ঃ রাহিন দ্র ঃ। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ কিন্তু রেহান-বদ্ধ জমির বেলায় কোনো ব্যবস্থা হয় নি।

রেহাই — মুক্তি, ছুটি। ফা. রহাঈ। তুঃ শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব ঃ তুমি আমাকে চিরদিনের রেহাই দাও।

রেহান, রেহেন — রেহন দ্র ঃ।

রোক — রুখ দ্র ঃ।

রোক্কা, রোকা — কাগজের টুকরা, রসিদ বা প্রাপ্তিস্বীকার পত্র, সংক্ষিপ্ত সমাচার। আ. রুক্‌ক্‘অ — সংক্ষিপ্ত পত্র। তুঃ রাজসিংহ ঃ তাহার (পায়রার) পায়ে একখানি রোক্কা বাঁধিয়া দিয়াছেন। পুঃ নীলদর্পণ ঃ রোকায় আশীর্বাদ জানিবেন।

রোজ — দিন। ফা. রূজ্‌.। -ই, -কার, -গার — জীবিকা। ফা. -ঈ, -গার্‌। -নামচা, -নামা — ডায়রি, প্রতিদিনের ইতিহাস। ফা. নাম্‌চহ্‌, -নামহ। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ

হুজুরে নালিশ রোজ রাজা ভাবে বুঝি খোজ
কোনরূপে পেয়েছে বাঘাই।

পুঃ মনসাবিজয় ঃ

মনসা বলেন পুত্র শুন দুঃখবাণী।
নিত্য রোজ দিত মোরে ওঝা গুণমণি॥

অথবা, পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ

রুজি নাই রোজগার নাই কপালেতে পিছা
ধনদৌলত না থাকিলে দুনিয়াই মিছা।

আবার গড়-শ্রীখণ্ড ঃ কোনো কোনো দিন অনেকের মনের অবস্থা রোজনামচা লেখার মতো হয়।

রোজা — উপবাস। ফা. রূজহ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ নমাজ পড় রোজা থাক রাখরে ঈমান। পুঃ মনসা বিজয় ঃ

দেখিয়া পদ্মার মায়া বলে রুষ্ট বাণী।
রোজা মাসে ভূত কেন পূজিস ডাইনী॥

রোবকার — রুবকার।

রোবায়েত, রুবাইৎ — একপ্রকার চতুষ্পদী কবিতা। আ. রুবা'য়ি, -আৎ। যেমন, উমরখৈয়ামের রুবাইত।

রোয়াক, রক, — বাড়ীর সম্মুখস্থ বারান্দা। আ. রিবাক্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ বেণীবাবু রোয়াকে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পুঃ মহানিশাঃ "ঐ যে মা, উত্তর ধারের রকে দুটো বাঁশ দেওয়া রয়েছে।

রোয়াব, রওব — ভয়, ভক্তিযুক্ত ভীতি। আ. রু'অব্‌। তুঃ অবিশ্বাস্যঃ এদিকে চোরচোট্টার উপর কি রোয়াব!'

রোশন — রৌশন দ্রঃ।

রোশ্‌নাই — আলো, আলোসজ্জা। ফা. রূশ্‌নাই। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ

নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন।
রূপেতে রোশন নাই করে চান্দমা যেমন॥

রৌশন, রোশন, রশন, রস্থন — দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য। ফা. রৌশন্‌। -চৌকী — একপ্রকার আলোসজ্জা। -ই — আলো। ফা. -ঈ। রোশ্‌নাই দ্রঃ। তুঃ অন্নদামঙ্গলঃ

আন্ধারে কি কব রোজ রৌশনে আন্ধার।
দুপহাপ দুপদাপ হুঙ্কার হাঁকার॥

পুঃ গোরাঃ রোশন-চৌকি ওয়ালাদের বুঝি একেবারে ফাঁকি দেওয়া মতলব? অথবা, মৈ. গীতিকাঃ

চুসী নাগারচী রাজার রাজ্যে বাস করে।
রস্থন চৌকী বাজায় তারা হাক্করখানা ঘরে॥

আবার ভেলুয়া সুন্দরীর কাহিনীঃ

কৈ গেলা কৈ গেলা আমার চক্ষের রোশনী।
কৈ গেলা কৈ গেলা মোর পরাণের পরাণী॥

গ্রন্থ নির্দেশ : [পূর্ব-পত্রিকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদি ইহাতে অন্তর্ভূক্ত হয় নাই।]

অনুরূপা দেবী : ছোট গল্প

আজহার উদ্দীন খান : নজরুল জীবনী

কবিচন্দ্র : রামায়ণ

কালীপ্রসন্ন সিংহ : কলকেতার হাটইদ্দ

গোপাল চন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ছোট গল্প

ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

দেশ পত্রিকা (সাপ্তাহিক)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : নানাচিন্তা

বিনয় ঘোষ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র

মোয়াজ্জেম আলী সম্পাদিত : ভেলুয়া সুন্দরীর কাহিনী

রাধাকৃষ্ণ দাস : ভাগবত

রামচন্দ্র কবিচন্দ্র : শিবায়ণ

রামনারায়ণ তর্করত্ন : কুলীনকুল সর্বস্ব

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ষোড়শী, একাদশী বৈরাগী, শ্রীকান্ত

সতীনাথ ভাদুড়ী : অপরিচিতা

সৈয়দ হামজা : জৈগুনের পুঁথি